সম্প্রীতির পথে তারুণ্যের সাথে

ব্রেইভ প্রকল্পের একটি বিশেষ প্রকাশনা

The Hunger Project. BANGLADESH

Federal Foreign Office

সম্প্রীতির পথে
তারুণ্যের সাথে

সম্প্রীতির পথে তারুণ্যের সাথে
ব্রেইভ প্রকল্পের একটি বিশেষ প্রকাশনা

উপদেষ্টামণ্ডলী
ড. বদিউল আলম মজুমদার
নাছিমা আক্তার জলি

সম্পাদনা
আনোয়ার ফরহাদ
তাসনিম তারান্নুম
অলিউল ইসলাম

সহযোগিতায়
ব্রেইভ প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ

প্রচ্ছদ
মামুন হোসাইন

ডিজাইন
সোহেল রানা
সাইফুল সারওয়ার

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২৩

মুদ্রণ
ইনোসেন্ট
১৪৭/১, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

মুখবন্ধ

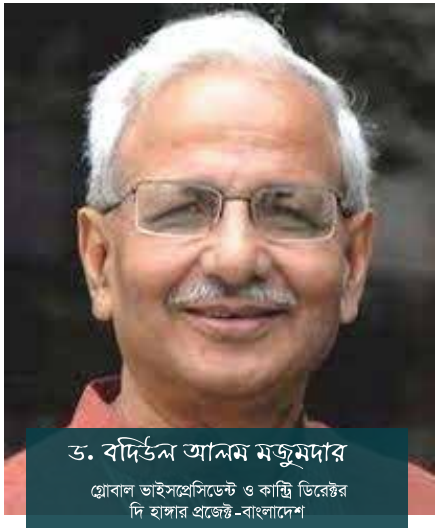

ড. বদিউল আলম মজুমদার
গ্লোবাল ভাইসপ্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ এবং অসংখ্য প্রাণের বিনিময়ে। মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায় বিচারসহ কতগুলো চেতনা ও মূল্যবোধের মাধ্যমে একটি সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ে তোলা। দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার ৫১ বছরে এসেও আমাদের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি ও সহনশীলতার ঘাটতি লক্ষণীয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত পরিসরে অসহিষ্ণুতা, সংঘাত এবং সহিংসতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্বিষহ হয়ে উঠছে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবন। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে অস্থিরতা, হতাশা এবং নিরাপত্তাহীনতা–যা অনেক তরুণকে ঠেলে দিচ্ছে সহিংস উগ্রবাদের দিকে।

সমাজে সম্প্রীতিহীনতা, দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার উৎস সাধারণত তিনটি : রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত ভিন্নতা। কিন্তু একটি সমাজে সাধারণত ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতিসত্তা ও ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করে। বহুত্ববাদী সমাজে সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন সমাজে পরিচয়ভিত্তিক ভিন্নদের সম্পর্কে বিরাজমান পূর্ব ধারণা বা বিদ্বেষাত্মক মনোভাবের অবসান ঘটিয়ে সবার জন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা। আর 'ইনক্লুসিভনেস' বা সকলকে আত্মীকরণের মাধ্যমেই এমন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব।

যেকোনো সমাজেই পরিচয়ভিত্তিক বৈচিত্র্য বা 'ডাইভারসিটি' একটি বাস্তবতা। এমনি বাস্তবতায় প্রয়োজন পূর্বধারণাগত বিদ্বেষ দূরীকরণের লক্ষ্যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। আর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলার 'চ্যাম্পিয়ন' বা প্রবক্তা সৃষ্টি করার মতো কার্যকর পদক্ষেপ। আরও প্রয়োজন পরিচয়ভিত্তিক ভিন্ন মতাদর্শীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তকরণ।

ক্ষমতার রাজনীতি ও পরিচয়ভিত্তিক ভিন্ন মতাদর্শীদের প্রতি সহিংসতার মধ্যে যোগসূত্র প্রায়শই দৃশ্যমান। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতাধর রাজনীতিবিদ ও শাসকশ্রেণিকে তাদের নিজস্ব হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষের মধ্যকার পরিচয়ভিত্তিক ভিন্নতাকে কাজে লাগাতে দেখা যায়। অনেক সময় রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাধর কর্তৃক ধর্মীয় ও জাতিগত বিভেদ এবং সহিংসতা সৃষ্টি করে দুর্বলের জায়গা-জমি দখল করতে দেখা যায়। সামাজিক ও জাতিগত বিভিন্নতাকে পুঁজি করে সৃষ্ট সহিংসতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ফায়দা লুটের বহু নজির বাংলাদেশে রয়েছে।

বস্তুত রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত বিভেদের কারণে আমাদের পুরো সমাজ আজ বিস্ফোরণোন্মুখ এক বারুদের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতে যেকোনো দেশি-বিদেশি স্বার্থান্বেষী মহল রাজনৈতিক কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জ্বলন্ত দেয়াশলাইয়ের কাঠি এর ওপর ছুড়ে দিতে পারে, যা নিয়ন্ত্রণ করা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তাই রাজনৈতিক দলসমূহের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা হওয়া উচিত নিজেদের মধ্যে নতুন একটি 'রাজনৈতিক বন্দোবস্তের' ব্যবস্থা করা। যে বন্দোবস্ত আমাদের রাজনৈতিক পরিসরে সুষ্ঠু রাজনৈতিক চর্চা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সামাজিক পরিসরে সম্প্রীতি ও সহনশীলতাও নিশ্চিত করবে।

সমাজে বিকাশমান ধারাকে অব্যাহত রাখতে সম্প্রীতি চর্চার কোনো বিকল্প নেই। যুথবদ্ধতার মধ্য দিয়েই সমাজের সৃষ্টি। এরই ধারাবাহিকতায় মানব সমাজের বিকাশ। যে সমাজে ঐকমত্যের ক্ষেত্র যত বিস্তৃত, সে সমাজের খুঁটি তত শক্ত এবং সে সমাজে আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার মাধ্যমে গোটা জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার আশঙ্কাও তত কম।

আমরা মনে করি, শুধু আইন বা শক্তি প্রয়োগ করে সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন স্থানীয় পর্যায়ে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে একটি সহনশীল পরিবেশের জন্য সকলের সম্পৃক্ততা বাড়ানো। পাশাপাশি এমন কিছু সর্বজনীন কর্মসূচি গ্রহণ করা, যার মধ্য দিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। একটি সম্প্রীতির সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে পরিচালিত ব্রেইভ প্রকল্পটি ছিল স্থানীয় মানুষদের সম্পৃক্ত করে তাদের নেতৃত্বে শান্তি, সম্প্রীতি ও সহিংসতামুক্ত সমাজ বিনির্মাণের একটি প্রচেষ্টা। প্রকল্পটির মাধ্যমে কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন সাধিত হয়েছে। বর্তমান প্রকাশনাটিতে ব্রেইভ প্রকল্পের কিছু কার্যক্রম ও সফলতার গল্প তুলে ধরা হয়েছে। মাঠপর্যায়ের সকল স্বেচ্ছাব্রতী–যাদের কার্যক্রমের ফলে এই প্রকাশনাটি সম্ভব হয়েছে তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

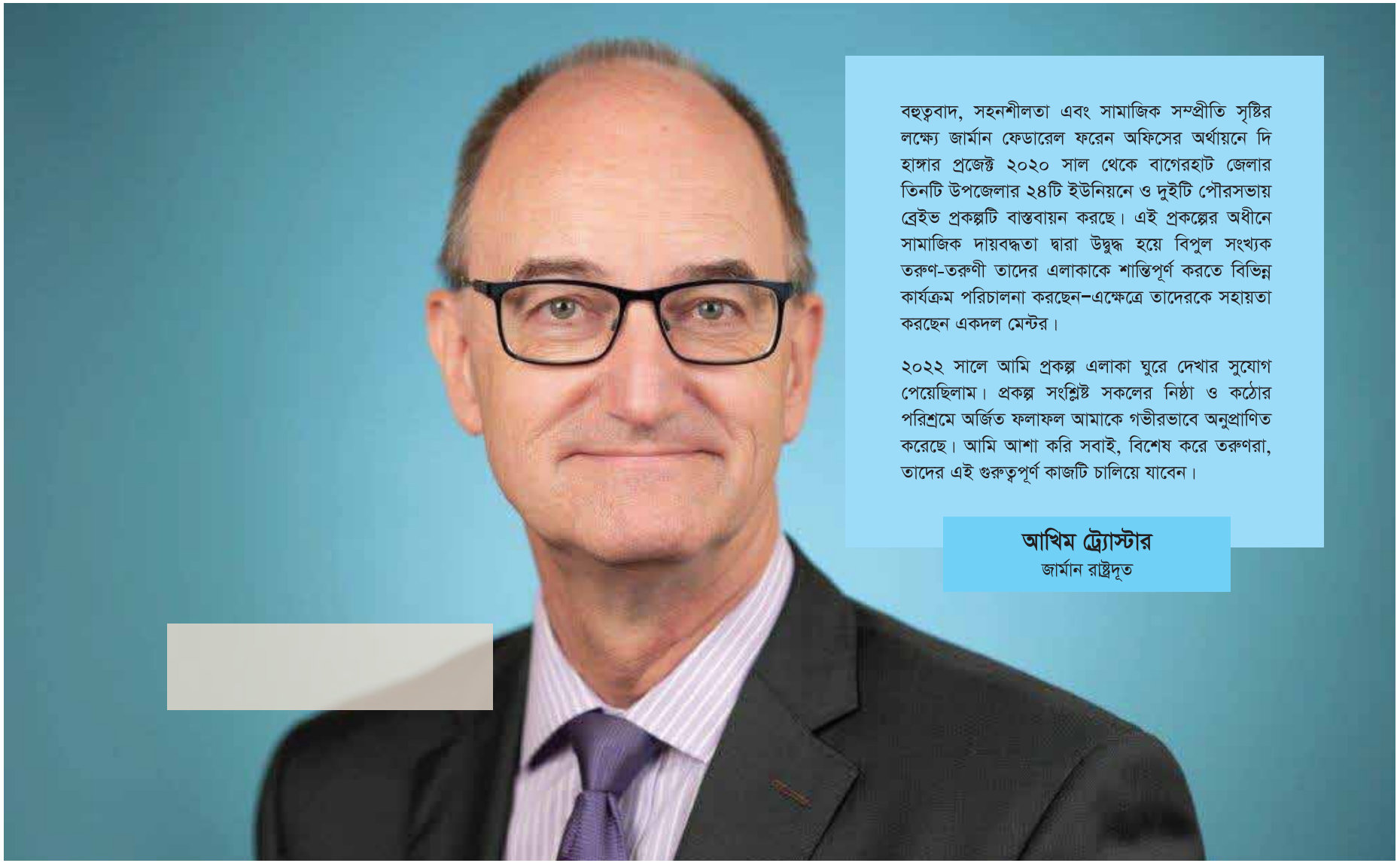

বহুত্ববাদ, সহনশীলতা এবং সামাজিক সম্প্রীতি সৃষ্টির লক্ষ্যে জার্মান ফেডারেল ফরেন অফিসের অর্থায়নে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ২০২০ সাল থেকে বাগেরহাট জেলার তিনটি উপজেলার ২৪টি ইউনিয়নে ও দুইটি পৌরসভায় ব্রেইভ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের অধীনে সামাজিক দায়বদ্ধতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী তাদের এলাকাকে শান্তিপূর্ণ করতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন–এক্ষেত্রে তাদেরকে সহায়তা করছেন একদল মেন্টর।

২০২২ সালে আমি প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলের নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত ফলাফল আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি আশা করি সবাই, বিশেষ করে তরুণরা, তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি চালিয়ে যাবেন।

আখিম ট্রোস্টার
জার্মান রাষ্ট্রদূত

শুভেচ্ছা বার্তা

মোহাম্মদ আজিজুর রহমান
জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বাগেরহাট

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ব্রেইভ প্রকল্পের উদ্যোগে একটি বিশেষ প্রকাশনা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি ব্রেইভ প্রকল্পের সাথে জড়িত সকল ইয়ুথ, মেন্টর, পিভিই কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মহান ভাষা আন্দোলনের এই মাসে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি স্বাধীনতা যুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও সম্ভ্রম হারানো দুই লক্ষ মা-বোনদের। যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ ও সম্ভ্রমের বিনময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই সকল ভাষা শহিদদের প্রতি।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল স্বপ্ন ছিল একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক, বৈচিত্র্যময় ও উন্নত সোনার বাংলা গঠন করা। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও স্বার্থান্বেষী মহলের ইন্ধনে এ দেশে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও জঙ্গীবাদের ঘটনা ঘটেছে। এ বিষয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট তাদের ব্রেইভ প্রকল্পের মাধ্যমে তরুণ সমাজ, পেশাজীবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সাধারণ মানুষের সমন্বিত শক্তির মাধ্যমে সহিংস উগ্রপন্থা ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক এবং সমাজে বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতির উদ্দেশ্যে একটি সহনশীল সমাজ গঠনে বাগেরহাটের তিনটি উপজেলায় (সদর, ফকিরহাট ও মোংলা) কাজ করে যাচ্ছে। প্রশাসনের সহযোগী কার্যক্রম হিসেবে তাদের এ কার্যক্রম প্রশংসার দাবি রাখে। বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের সাথে সংলাপ, স্কুল-কলেজের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করা, ইউনিয়ন পরিষদগু-লাতে সম্প্রীতি সমাবেশ ইত্যাদি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সমাজে সম্প্রীতি রক্ষার মাধ্যমে একটি মডেল বাগেরহাট তৈরিতে তাদের এ সকল কার্যক্রমের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে তারা এরূপ কার্যক্রম চলমান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাগেরহাটবাসির জন্য সম্প্রীতি ও বৈচিত্র্যময়তার চর্চায় এ প্রকাশনা সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। আমি ব্রেইভ প্রকল্প ও এ প্রকাশনার সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

২০২০ সালে জার্মান সরকারের সহায়তায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে ব্রেইভ প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ তিন বছর বাগেরহাট জেলার তিনটি উপজেলার ২৪টি ইউনিয়ন ও দুইটি পৌরসভায় প্রকল্পটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

আমি আমার সংগঠনের পক্ষ থেকে সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি ও সহিংসতা প্রতিরোধে কাজ করার জন্য স্বেচ্ছাব্রতী তরুণ, ধর্মীয় নেতা, শিক্ষক তথা মেন্টরদের আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি বাগেরহাটের স্থানীয় প্রশাসনকেও আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রকল্প কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য। স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া আমাদের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো না। আমি ধন্যবাদ জানাই আমার সকল সহকর্মীকে–যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন প্রকল্প চলাকালীন সময়ে। আমাদের বিশ্বাস ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেলেই একটি সুন্দর, সহনশীল এবং মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

নাছিমা আক্তার জলি

পরিচালক (প্রোগ্রাম), দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ ও
প্রকল্প পরিচালক, ব্রেইভ

প্রেক্ষাপট

একটি সহিংসতামুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হলেও উগ্রপন্থা, ধর্মীয় ও জাতিগত ঘৃণা এবং হানাহানি থেকে আমরা এখনও পুরোপুরি মুক্ত হতে তো পারিইনি, বরং এই সংকট যেন ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আমরা লক্ষ করছি, দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও জাতিগত অপরাধের ঘটনা ঘটছে। কখনও অপর ধর্ম ও জাতির প্রতি তীব্র ঘৃণা ও অবজ্ঞা, কখনও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা আবার কখনও সামান্য ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে হামলা ও সহিংসতার ঘটনা ঘটছে–যা আমাদের বৈচিত্র্য ও সহনশীলতার মূল্যবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার, অসাম্প্রদায়িকতা, সহনশীলতা ও সম্প্রীতির মতো রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিগুলোকে ধ্বংস করছে। দুর্ভাগ্যবশত বেশিরভাগক্ষেত্রে তরুণরাই ধর্মীয় ও জাতিগত উগ্রতা ও সহিংসতার নেতৃত্ব দিচ্ছে অথবা ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধুমাত্র মাদ্রাসাপড়ুয়া তরুণরাই নয়; স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়ারাও সহিংস চরমপন্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

২০১৬ সালের ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযানে জঙ্গি হামলা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসলেও ২০১৯ ও ২০২০ সালে দেশের বিভিন্ন স্থানে আবারও জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটে। এছাড়া ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপরও হামলার ঘটনা ঘটেছে অনেক। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে যখন সম্প্রীতি, সদ্ভাব ও সহমর্মিতা বিরাজ করে তখন নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান মতবিরোধগুলি পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কেবল আইনি শক্তি প্রয়োগ করে এই পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতির মানুষকে একত্র করে একটি সুন্দর, সহনশীল এবং মানবিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য কাজ করা। এমনি প্রেক্ষাপটে ২০২০ সালের মার্চে বাগেরহাট জেলার তিনটি উপজেলার একদল মানবিক ও বিবেকবান তরুণ, স্থানীয় রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে উগ্রতা ও সহিংসতামুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে ব্রেইভ (বিল্ডিং রেজিলিয়েন্স এগেইন্সট ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিজম) প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়। জার্মান দূতাবাসের সহায়তায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে।

উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান উগ্রবাদ ও চরমপন্থা দূর করে সম্প্রীতি ও সহনশীল সমাজ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে :

- একদল মেন্টর, তরুণ ও নারীর সমন্বয়ে একটি দল তৈরি করা, যাতে তারা তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে উগ্রবাদ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কাজ করতে পারে;
- উগ্রবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে কাজ করা মেন্টর, তরুণ ও নারীদের সার্বিক সহায়তা প্রদান করা;
- বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বিনিময় করা।

কর্মকৌশল

লক্ষ্য পূরণে মূলত চারটি কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয় :

- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় তরুণ, নারী, রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষকদের সম্প্রীতির গুরুত্ব, দ্বন্দ্ব প্রশমন, চরমপন্থার নেতিবাচক প্রভাব, ঘৃণামূলক অপরাধ, দাঙ্গা ও উসকানিমূলক বক্তব্য কমানোর উপায় ইত্যাদির ওপর সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- ধর্মীয় উগ্রবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার মানসিকতা পরিবর্তনে সমাজের সকল ইতিবাচক শক্তিকে সংগঠিত করে সংঘবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলা;
- কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক তৈরি করা;
- আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, প্রশিক্ষণ, প্রচারাভিযান ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজনদের ক্ষমতায়িত করা।

পাঁচটি সামাজিক ইউনিট

ইয়ুথ লিডার ৫২০ জন । নারীনেত্রী ২৭ জন । মাস্টার ট্রেইনার ১৫ জন । পিভিই কমিটি ২৭ জন । মেন্টর ৬০ জন

প্রকল্প এলাকা

বাগেরহাট জেলার তিনটি উপজেলা, যথা ফকিরহাট, মোংলা ও বাগেরহাট সদর উপজেলার ২৪টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভা

প্রকল্প মেয়াদ

মার্চ ২০২০-ফেব্রুয়ারি ২০২৩

কার্যক্রম

একনজরে কার্যক্রমসমূহ

কার্যক্রম	কর্মসূচির সংখ্যা	নারী	পুরুষ	মোট
মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ	১	৩	১৭	২০
সামাজিক সম্প্রীতি কর্মশালা পরিচালনার প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	২	৩২	২০	৫২
মেন্টর প্রশিক্ষণ	৩	১৭	৪৩	৬০
ইউনিয়ন পরিষদের ইয়ুথ ও নারীদের সাথে দ্বিমাসিক ফলোআপ সভা	৩০০	২,৫৯৩	৯১৬	৩,৫০৯
তরুণদের প্রশিক্ষণ	২৬	২২২	২৯৮	৫২০
নারীনেত্রী প্রশিক্ষণ	১	২৭	০০	২৭
জেলা পর্যায়ে ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে সংলাপ	৪	৭৫	৩২৪	৩৯৯
উপজেলা পর্যায়ে মেন্টর ও ইয়ুথদের ত্রৈমাসিক ফলোআপ সভা	২৪	৩৩১	৬৯৯	১,০৩০
ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ	১০	৮৯	২৫০	৩৩৯
ইউনিয়ন পরিষদ, বিভিন্ন পেশাজীবী ও স্থানীয় নেতাদের সাথে মতবিনিময় ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে বার্ষিক সভা	৭০	৭০৬	১,৭৫৩	২,৪৫৯
ইউনিয়ন পরিষদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কমিটির সাথে ত্রৈমাসিক সভা	২৩৮	৭৫৯	২,৫৬১	৩,৩২০
তৃণমূল পর্যায়ে সহিংস উগ্রপন্থা প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারণা (স্কুল ক্যাম্পেইন, সম্প্রীতি সমাবেশ, সম্প্রীতি অলিম্পিয়াড, উঠান বৈঠক, সম্প্রীতি মেলা, মসজিদ-মন্দির-গির্জা-ভিত্তিক প্রচারণা, বিলবোর্ড স্থাপন, মাইকিং, সম্প্রীতি বিষয়ক বিতর্ক কর্মশালা ও প্রতিযোগিতা)	১৯৮	২৩,৩৩১	১৬,৯৭৭	৪০,৩০৮
সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে লার্নিং ও শেয়ারিং সভা	৩	২৫৭	৩২৯	৫৮৬
সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ক কর্মশালা	৪৬	৫০৫	৫৫৩	১,০৫৮
জেলা সহিংস উগ্রপন্থা নিরসন কমিটির ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা	৯	৪২	২৩৫	২৭৭
প্রকল্প পর্যালোচনা সভা	৭	৯০	১১৯	২০৯
জেলা সহিংস উগ্রপন্থা নিরসন কমিটির সমন্বয় টিম গঠন সভা	১	১	২৫	২৬
প্রকল্প পূর্ববর্তী অবস্থা যাচাই (বেইজলাইন জরিপ)	১	৩৭০	৩৭৬	৭৪৬
প্রকল্প মধ্যবর্তী ফলাফল যাচাই (মিডলাইন জরিপ)	১	৮৩	১১৪	১৯৭
সমাজের ওপর প্রভাব চিহ্নিতকরণ কার্যক্রম (ইম্প্যাক্ট স্টাডি)	১	৬৩	৯৮	১৬১
প্রকল্প পরবর্তী অবস্থা যাচাই (এন্ডলাইন জরিপ)	১	৩৭০	৩৭৬	৭৪৬
মোট	**৯৪৭**	**২৯,৯৬৬**	**২৬,০৮৩**	**৫৬,০৪৯**

অর্জন

- ৪৩টি প্রশিক্ষণে ১,০১৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৫% নারী;
- ৯৪৭টি কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ৫৬,০৪৯ জনের কাছে পৌঁছানো হয়েছে; যারা প্রায় লক্ষাধিক মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন;
- সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ১৫৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪২টি (৯২%) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০,০০০ শিক্ষার্থীকে সচেতন করা হয়েছে;
- ইয়ুথ ও মেন্টররা ১৬টির বেশি ধর্মীয় দ্বন্দ্ব নিরসন করেছেন;
- ব্রেইভ কার্যক্রমের তথ্যায়নের জন্য একটি শক্তিশালী ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে;
- ইউনিয়ন পরিষদের ৩৩৯ জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- সহিংস উগ্রপন্থা প্রতিরোধে পরিচালিত কার্যক্রমের অর্জন ও সফলতাসমূহ চিহ্নিত করার জন্য মাঠপর্যায়ে চারটি গবেষণা (শুরুতে কর্মএলাকার সহিংস উগ্রপন্থা সম্পর্কিত অবস্থা বুঝার জন্য বেইজলাইন, মাঝামাঝি সময়ে কার্যক্রমটি অবস্থা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে মিডলাইন, কার্যক্রমের ফলাফল যাচাইয়ের লক্ষ্যে ইমপ্যাক্ট এবং প্রকল্প পরবর্তী অবস্থা যাচাইয়ের লক্ষ্যে এন্ডলাইন) পরিচালনা করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকার মানুষের মধ্যে বহুত্ববাদ ও বৈচিত্র্যময়তাকে বরণ করার মানসিকতার তুলনামূলক চিত্র

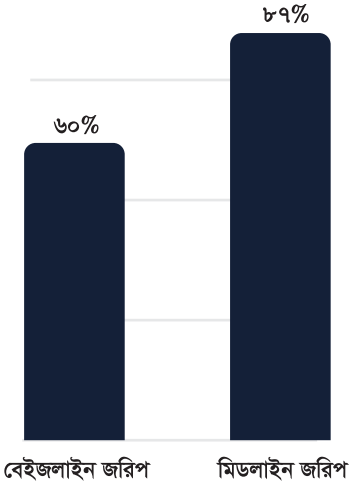

গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত বিশেষ কার্যক্রম

ব্রেইভের কর্মএলাকা বাগেরহাট সদর, ফকিরহাট ও মোংলা উপজেলায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সচেতনামূলক প্রচারণার মতো নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি নেওয়া হয়েছে কতগুলো বিশেষ কার্যক্রম। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের কাছে সম্প্রীতির গুরুত্ব এবং সহিংসতার ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে সম্প্রীতির পক্ষে গণজাগরণ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে।

সম্প্রীতি সমাবেশ

মোংলা উপজেলার চাঁদপাই ইউনিয়নের কানাইনগর গ্রামের দুর্গা মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুরকে কেন্দ্র সৃষ্টি হওয়া উত্তেজনা প্রশমন ও এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের গুরত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে ৮ আগস্ট ২০২২ উপজেলা প্রশাসন ও ব্রেইভ প্রকল্পের উদ্যোগে একটি সম্প্রীতি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। চাঁদপাই ইউনিয়নের কানাইনগর মোড়ে অনুষ্ঠিত এই সম্প্রীতি সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার কমলেশ মজুমদার। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সহকারী পুলিশ সুপার মো. আসিফ ইকবাল, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সুনীল কুমার বিশ্বাস, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. ইব্রাহিম হোসেন, পিভিই কমিটির সহসভাপতি মো. নূর আলম শেখ, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন বাগেরহাট জেলা কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ রুহুল আমীন, চাঁদপাই ইউপি চেয়ারম্যান মোল্লা মো. তারিকুল ইসলাম, মোংলা উপজেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সদস্য সচিব ও মিঠাখালী ইউপি চেয়ারম্যান উৎপল কুমার মণ্ডল, সিপিবি নেতা কমরেড নাজমুল হক, জাতীয় পার্টির নেতা এরশাদুজ্জামান সেলিম, বিএনপি নেতা আব্দুর রশিদ হাওলাদার, নারীনেত্রী কমলা সরকার প্রমুখ।

কানাইনগরের সম্প্রীতি সমাবেশ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে উপজেলা প্রশাসন ও ব্রেইভ যৌথ উদ্যোগে মোংলা উপজেলার সবগুলো ইউনিয়নে একই ধরনের সম্প্রীতি সমাবেশ আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৯ আগস্ট ২০২২ তারিখে বুড়িরডাঙ্গা ইউনিয়নের দিগরাজ বাজারে একটি সম্প্রীতি সমাবেশ আয়োজন করা হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বুড়িরডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াম্যান উদয় শংকর বিশ্বাস। পরদিন ৩০ আগস্ট সোনাইলতলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নারজিনা বেগম নাজিনার সভাপতিত্বে সোনাইলতলাতে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় সম্প্রীতি সমাবেশ।

এরপর ২২ সেপ্টেম্বর ২০২২ উপজেলা পরিষদের সামনে সম্প্রীতি সমাবেশ আয়োজন করা হয়, যাতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার। পরবর্তী সম্প্রীতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ২৩ সেপ্টেম্বর চিলামারী ইউনিয়নের বৈদ্যমারী বাজারে। চিলামারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গাজী আকবর হোসেন এতে সভাপতিত্ব করেন। পরদিন ২৪ সেপ্টেম্বর মিঠাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উৎপল কুমার মণ্ডলের সভাপতিত্বে মিঠাখালীতে সম্প্রীতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ সম্প্রীতি সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয় ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ সুন্দরবন ইউনিয়নের জিউধারা বাজারে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইকরাম ইজারাদারের সভাপতিত্বে। সাতটি সম্প্রীতি সমাবেশেই মোংলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার কমলেশ মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রীতি অলিম্পিয়াড

শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্প্রীতি সম্পর্কে জ্ঞানগত ধারণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বাগেরহাটে অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রীতি অলিম্পিয়াড। স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বাগেরহাট জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অলিম্পিয়াডে সদর উপজেলার ৫১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

পায়রা উড়ানোর মধ্য দিয়ে শুরু হয় অলিম্পিয়াডের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম। এরপর শুরু হয় কুইজ প্রতিযোগিতা। কুইজের ২০টি প্রশ্নের ১৪টিই ছিল সম্প্রীতি সম্পর্কিত। বাকি ছয়টি প্রশ্ন ছিল বাগেরহাটের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত। কুইজের পর আলোচনা সভা ও সম্প্রীতি বিষয়ে একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। সবশেষে কুইজ বিজয়ী ২০ জন শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার ও অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করেন অতিথিরা।

ব্রেইভ প্রকল্পের সহিংস উগ্রপন্থা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি এস. কে হাসিবের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাট সদরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছাব্বিরুল ইসলাম, উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান রিজিয়া পারভিন, জেলা শিক্ষা অফিসের প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী ও জেলা সহিংস উগ্রপন্থা নিরসন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সেলিম আজাদ, সাংবাদিক শেখ ইয়ামিন আলি, সাংবাদিক সাকির হোসেন, সোহেল রানা বাবু প্রমুখ। এছাড়া ৫১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩৫০ জন শিক্ষার্থী, ৫০ জন শিক্ষক, ব্রেইভ ইয়ুথ, মেন্টর, জেলা সহিংস উগ্রপন্থা নিরসন কমিটির সদস্যসহ পাঁচ শতাধিক মানুষ সম্প্রীতি অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানান।

এর আগে সহিংস উগ্রপন্থা প্রতিরোধে সদর উপজেলার ৫১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্কুল ক্যাম্পেইন ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীরাও এই অলিম্পিয়াডে অংশ নেন।

সম্প্রীতি কাবাডি প্রতিযোগিতা

‘তারুণ্যের শক্তিতে সম্প্রীতি গড়ি একসাথে’–এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ব্রেইভ প্রকল্পের উদ্যোগে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রীতি কাবাডি প্রতিযোগিতা। ২১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ফকিরহাট উপজেলার মূলঘর ইউনিয়নের ফলতিতা শশাধর সমাজকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতায় মোট চারটি দল অংশ নেয়। দলগুলোর মধ্যে ফকিরহাটের নারী কাবাডি দলের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করে বাগেরহাট সদর উপজেলা নারী দল। অন্যদিকে, ফকিরহাটের বাহিরদিয়া পুরুষ কাবাডি দলের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করে পিলজংগ ইউনিয়ন পুরুষ দল। প্রতিযোগিতায় ফকিরহাট উপজেলা এবং পিলজংগ ইউনিয়ন বিজয় লাভ করে। প্রতিযোগিতা শেষে সামাজিক সম্প্রীতির ওপর একটি নাটক মঞ্চস্থ করার মধ্য দিয়ে ব্রেইভ প্রকল্পের উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়।

ফকিরহাট উপজেলা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আলিমুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ও খেলা উপভোগ করেন। এ ছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন মূলঘর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিটলার গোলদার, পিলজংগ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোড়ল জাহিদুল ইসলাম, মূলঘর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু বক্কর, ব্রেইভ প্রকল্পের বাগেরহাট জেলা পিভিই কমিটির সহসভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আলতাফ হোসেন টিপু, পিভিই কমিটির সদস্য আমিরুল ইসলাম, ব্রেইভ প্রকল্পের সমন্বয়কারী নাজমুল হুদা মিনা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ফকিরহাট উপজেলার ব্রেইভ প্রকল্পের উপজেলা সমন্বয়কারী জামিলা আক্তার।

সম্প্রীতি বিষয়ক বিতর্ক কর্মশালা

২০২২ সালে ২৮ জুন অনুষ্ঠিত ব্রেইভের একটি আন্তঃধর্মীয় সংলাপে বাগেরহাট সদর উপজেলার তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ মুছাব্বেরুল ইসলাম বিতর্কের মধ্য দিয়ে সম্প্রীতির ধারণা উপজেলার সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বিতর্ক কর্মশালা আয়োজনের প্রস্তাব করেন। এরপর তিনি উপজেলা প্রশাসন ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বিতর্ক কর্মশালায় চার জন শিক্ষার্থীর একটি দল পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে উপজেলার ১৬টি স্কুলে চিঠি প্রেরণ করেন।

১৬টি স্কুলের মোট ৬৪ জন শিক্ষার্থী নিয়ে দুইটি বিতর্ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়–একটিতে ৮টি স্কুলের ৩২ জন করে। প্রথম বিতর্ক কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় ২২ অক্টোবর ২০২২ এবং দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হয় ২৯ অক্টোবর ২০২২। দুইটি কর্মশালাই অনুষ্ঠিত হয় বাগেরহাটের যদুনাথ স্কুল অ্যান্ড কলেজের হলরুমে।

কর্মশালা দুইটিতে দিনের প্রথম অংশে সামাজিক সম্প্রীতি কর্মশালা ও দ্বিতীয় অংশে সম্প্রীতি বিষয়ক বিতর্ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দুইটি কর্মশালাতেই সহায়ক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ মুছাব্বেরুল ইসলাম। এছাড়া সহায়ক হিসেবে আরও ছিলেন ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশ খুলনা জোনের সমন্বয়ক আবিদা সুলতানা ও ব্রেইভ প্রকল্প বাগেরহাট সদর উপজেলা সমন্বয়কারী হাফিজুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এসএম আজগর আলী, ব্রেইভ প্রকল্পের জেলা সহিংস উগ্রপন্থা নিরসন কমিটির সভাপতি এসকে এ হাসিব, যদুনাথ স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ঝিমি মন্ডল, ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশ বাগেরহাট জেলার সভাপতি সেখ সাকির হোসেন, ব্রেইভ প্রকল্পের সমন্বয়কারী নাজমুল হুদা মিনা। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

যুব মিলন মেলা

ব্রেইভ প্রকল্পের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ, মেন্টর এবং সহিংস উগ্রপন্থা নিরসন কমিটির সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুব মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয় বাগেরহাট সদর উপজেলার যাত্রাপুর ভৈরব নদীর চর এলাকায়। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বাগেরহাট সদর উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার ২০০ জন ইয়ুথ লিডার, মেন্টর ও জেলা সহিংস উগ্রপন্থা নিরসন কমিটির সদস্য এই মিলন মেলায় অংশ নেন। তরুণ সদস্যরা চাঁদা দিয়ে এই মিলন মেলার আয়োজন করেন। জেলা সহিংস উগ্রপন্থা নিরসন কমিটির পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারী সকলকে একটি করে টি-শার্ট উপহার দেওয়া হয়।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুব মিলন মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালক (প্রোগ্রাম) ও ব্রেইভ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নাছিমা আক্তার জলি অনলাইনে যুক্ত হয়ে সবাইকে শুভেচ্ছা জানান। আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করেন জেলা সহিংস উগ্রপন্থা নিরসন কমিটির সভাপতি এসকে এ হাসিব ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সেলিম আজাদ।

তরুণ সদস্যরা সহিংস উগ্রপন্থা প্রতিরোধে নিজেদের এলাকায় পরিচালিত কার্যক্রমের চিত্র নানা রংয়ের কাগজে হাতে ডিজাইন করে উপস্থাপন করেন। তারা নিজেদের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে কার্যক্রমের অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষাসমূহ পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় করেন। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই মেলায় অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় ছিল কুইজ প্রতিযোগিতা–যাতে অংশগ্রহণ করে তরুণ-তরুণীরা দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে নিজেদের জ্ঞান আরও সমৃদ্ধ করেন। বিকালে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয়।

করোনা প্রতিরোধে ব্রেইভ ইয়ুথ

২০২১ সালের এপ্রিলে দেশে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হলে সংক্রমণের উর্ধ্বগতি রুখতে লকডাউন ঘোষণা করে সরকার। এরপর কয়েক ধাপে আরও বেশ কয়েকবার লকডাউনের ঘোষণা দেওয়া হয়। লকডাউনের সময় সাধারণ মানুষ ঘরে থাকলেও ব্রেইভের উদ্যোমী তরুণরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায়। পাশাপাশি করোনার প্রকোপ রোধে নেমে পড়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে।

ব্রেইভ প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলার তিনটি উপজেলায় কোভিড-১৯ প্রতিরোধে মানুষদের সচেতন করার লক্ষ্যে হাত ধোয়া, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা ও মাস্ক পরিধান করার গুরুত্ব বিষয়ক ১২৬টি ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে তরুণরা, বিতরণ করা হয়েছে ১২,০০০ মাস্ক। পাশাপাশি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করোনা আক্রান্ত মৃতদেহ সৎকার ও কবর দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও সামিল হয়। তিন উপজেলায় ২৪টি দাফন ও ১৮টি সৎকার কাজ সম্পন্ন করেছে তরুণরা। এর পাশাপাশি কোভিড আক্রান্ত রোগীর প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা থেকে শুরু করে তাদের নিয়মিত সেবা শুশ্রূষাও করে। এসময় ২,৪২০টি পরিবারে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এছাড়াও এই সময়ে একটি ব্লাড ডোনেশন গ্রুপও প্রতিষ্ঠিত হয় তরুণদের নেতৃত্বে। গ্রুপটি বাগেরহাট সদর হাসপাতালে করোনাকালীন রোগীদের রক্ত দিয়ে সহায়তার পাশাপাশি করোনা ভ্যাকসিন কার্যক্রম সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার কাজে সহযোগিতা করেন। পাশাপাশি করোনাকালীন অক্সিজেনের সিলিন্ডার ঘাটতি কাটাতে তরুণদের নেতৃত্বে তৈরি হয় অক্সিজেন ব্যাংক। এর মাধ্যমে ২২ জন রোগীকে অকিসজেন সরবরাহ করা হয়।

উল্লিখিত উদ্যোগগুলো ছাড়াও করোনা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে বাগেরহাটের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ১৫,০০০ লিফলেট বিতরণ করেছে তরুণরা। পাশাপাশি ভ্যাকসিন গ্রহণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান গুজব, অপপ্রচার ও কুসংস্কার রোধে ব্রেইভের তরুণরা প্রচারণা কার্যক্রম চালিয়েছেন। মানুষদের উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি এসময় নিজস্ব উদ্যোগে ৩,৩৯০ জনকে টিকার রেজিস্ট্রেশন করে দেয় তরুণরা। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদে দেওয়া গণটিকা কার্যক্রম সফল করতে গ্রামে গ্রামে প্রচারণা চালান ব্রেইভের তরুণরা।

ব্রেইভের কার্যক্রমে স্থানীয় প্রশাসন, সরকার ও ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্ততার অনন্য দৃষ্টান্ত

বাগেরহাট জেলার তিনটি উপজেলায় সহিংস উগ্রপন্থা নিরসনে পরিচালিত ব্রেইভের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় ধর্মীয় নেতারা অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন। ব্রেইভ প্রকল্পের কার্যক্রমের সঙ্গে প্রায় ৩০০ ধর্মীয় নেতা যুক্ত হয়েছেন–ইমাম ২২০ জন, পাদ্রী ২০ জন এবং পুরোহিত ৬০ জন। এসব ধর্মীয় নেতারা নিয়মিত আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। তাঁরা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উপসানালয়ে নিয়মিত শান্তির বার্তা প্রচারের মধ্য দিয়ে মানুষকে সম্প্রীতি রক্ষা ও বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করছেন। বিভিন্ন ধর্মীয় অসহিষ্ণু পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষেত্রে ধর্মীয়নেতাগণ সম্প্রীতির পদযাত্রা, পুষ্প র‍্যালি, সম্প্রীতির বন্ধন, ইউনিয়ন পর্যায়ে মতবিনিময় সভা ইত্যাদি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

কার্যক্রমের শুরু থেকেই সকল আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত হয়ে ধর্মীয় নেতাসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করেছেন। সম্প্রীতি সমাবেশ, সম্প্রীতি মেলা, সম্প্রীতি অলিম্পিয়াড ও সম্প্রীতি বিষয়ক বিতর্ক

কর্মশালাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে স্থানীয় প্রশাসন ও ব্রেইভের যৌথ উদ্যোগে। এ ছাড়া ব্রেইভের অন্যান্য কার্যক্রমেও স্থানীয় প্রশাসনের ছিল সক্রিয় সহযোগিতা। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে অংশগ্রহণের নির্দেশনা দিয়ে ব্রেইভের পক্ষ থেকে চিঠি প্রদান করেছেন বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক। এছাড়াও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহকে ব্রেইভ আয়োজিত সম্প্রীতি অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের জন্য, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্প্রীতি বিষয়ক বিতর্ক কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য এবং পৌরসভার মেয়র ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ ধর্মীয় নেতাদের নিয়মিত সম্প্রীতি বিষয়ক বক্তব্য প্রদানের অহ্বান জানিয়ে চিঠি প্রদান করে ব্রেইভ প্রকল্পকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়
বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট।
www.sadar.bagerhat.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ

স্মারক নং- ০৫.৪৪.০১০৮.০০০.০৬.০০১.২২.১৬৪৩

তারিখ : ৩ কার্তিক, ১৪২৯ / ১৯ অক্টোবর, ২০২২

বিষয় : সামাজিক ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির গুরুত্ব অনুধাবন ও ধারণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে "সম্প্রীতি বিষয়ক বিতর্ক কর্মশালায়" অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উপজেলা প্রশাসন বাগেরহাট সদর, ব্রেইভ প্রকল্প-দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ ও ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশ (এনডিএফ বিডি) এর যৌথ আয়োজনে **২২ অক্টোবর ২০২২ রোজ শনিবার, যদুনাথ স্কুল এন্ড কলেজ বাগেরহাট** এর হলরুমে সামাজিক ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির গুরুত্ব অনুধাবন ও ধারণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে সম্প্রীতি বিষয়ক বিতর্ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিতর্ক কর্মশালায় বাগেরহাট সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহন করবে, যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সামাজিক ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে এবং একজন বিতার্কিক হওয়ার জন্য যাবতীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

এমতবস্থায় উক্ত বিতর্ক কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মেধাবী ও চৌকস চারজনের একটি শিক্ষার্থী দল প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো। এতদ্বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে ব্রেইভ প্রকল্প-দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এর বাগেরহাট সদর উপজেলা সমন্বয়কারী মোঃ হাফিজুর রহমানের (০১৭২২-৭৭২৬৭৭) সাথে যোগাযোগের পরামর্শ রইলো।

(মুহাম্মদ মুছাব্বেরুল ইসলাম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট
মোবাইল: ০১৭৩৩-৩৬০২৩২
ই-মেইল: unobagerhatsadar@gmail.com

অঞ্জলী রাণী দাসের নেতৃত্বে দ্বন্দ্ব নিরসন

বাগেরহাট সদর উপজেলার রাখালগাছি ইউনিয়নের কররি দাসপাড়া গ্রাম। গ্রামের হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। গ্রামের বাসিন্দা পিয়ারী ও বিষ্ণুর মধ্যে জমির সীমানা সংক্রান্ত বিবাদ দীর্ঘদিনের। ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে একবার সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হলেও দুই জনের মধ্যে এটা-ওটা নিয়ে বিবাদ লেগেই থাকে। ২০২১ সালের নভেম্বরের ১০ তারিখ সকালে দুই জনের মধ্যে শুরু হওয়া কথা কাটাকাটি এক পর্যায়ে হাতাহাতিতে গড়ায়। উত্তেজিত বিষ্ণু পিয়ারীর মাথায় আঘাত করলে রক্ত বেয়ে পড়ে পিয়ারীর মাথা থেকে। খবর পেয়ে কয়েকজন এসে পিয়ারীকে ধরে হাসপাতালে নিয়ে যায়। মুসলমান নারীর গায়ে হিন্দু পুরুষের হাত তোলার খবর গ্রামে রটে যেতে বেশিক্ষণ লাগেনি। মুসলমানের গায়ে কেন হিন্দু হাত দিল! পুরুষ কেন একজন নারীর গায়ে হাত দিল!–এ নিয়ে এলাকায় শুরু হলো কানাঘুষা। কেউ কেউ পিয়ারীকে পরামর্শ দিলো মামলা ঠুকার।

বিকালে হাসপাতাল থেকে মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে ফিরার পথে সিএন্ডবি বাজারের মুখে অবস্থিত আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয় থেকে পিয়ারীকে ডাক দেন ব্রেইভ প্রকল্পের রাখালগাছি ইউনিয়নের মেন্টর অঞ্জলী রাণী দাস। বাগেরহাট জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য অঞ্জলী ২০২১ সালের শুরুর দিকে ব্রেইভের সঙ্গে যুক্ত হন। ব্রেইভের তিন দিনের প্রশিক্ষণ অঞ্জলীর মননে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে। প্রশিক্ষণ সম্পর্কে অঞ্জলী বলেন, 'জীবনে ভুলব না। চোখের উপর থেকে যেন পর্দা সরে গেছে। এখন হিন্দু আর মুসলমান ভাবতে লজ্জা লাগে। নিজেকে কেবল মানুষ ভাবি না কেন! প্রশিক্ষণের পর এটা মাথায় ঢুকেছে।'

পিয়ারীকে ডেকে অঞ্জলী বললেন, 'আপা আমারে দিয়ে কি আপনার ক্ষতি হয়েছে কোনো দিন?' 'না দিদি' পিয়ারী সরাসরি উত্তর দিলেন। অঞ্জলী তখন বললেন, 'তাহলে একটা কথা বললে কি রাখবেন? যদি আমরা আপনাদের সমস্যাটা এলাকায় বসে সমাধান করি তাহলে কেমন হয়?' কথাটি যেন সদ্য হাসপাতাল ফেরত মাথায় ব্যান্ডেজ পরিহিত পিয়ারীর যেন বুকে গিয়ে লাগল। রেগে মেগে পিয়ারী সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু অঞ্জলীও হাল ছাড়ার নন। এবার পিয়ারীর ছেলেকে ডেকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন। ছেলে বলল, 'আন্টি আপনি বললে না করব না, কিন্তু বিষ্ণু কাজটা ভালো করেনি।' 'ভালো যে করেনি সেটা আমিও জানি।' অঞ্জলী সায় দিয়ে মাথা দোলালেন। কিন্তু মামলা করলে দুই পক্ষেই অনেকে দাঁড়িয়ে যাবে, ঘটনা তখন অন্যদিকে মোড় নিবে। জমিজমার দ্বন্দ্ব দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বে রূপ নিতে পারে, এলাকায় অশান্তির সৃষ্টি হবে। তাছাড়া মামলা খরচের ব্যাপারটিও ভাবতে বলে পিয়ারীর ছেলেকে রাজি করিয়ে ফেললেন।

পরে অন্য পক্ষকেও ডেকে রাজি করিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে ফোন দিয়ে ঘটনা জানালেন। সব শুনে চেয়ারম্যান অঞ্জলী দাসকে বিষ্ণু ও পিয়ারীর মাঝে একটি ফায়সালা করে

দিতে অনুরোধ করেন। অঞ্জলী ভেবে দেখলেন দুই পক্ষই এখন রাগান্বিত অবস্থায় আছে, এখন বিচার করলে কারোই মনঃপুত হবে না। তিন দিন পর সালিশের দিন ফেললেন। সালিশে দুই পক্ষসহ, গ্রাম পুলিশ এবং ব্রেইভের কয়েকজন সসদ্য উপস্থিত ছিলেন। দুই পক্ষের কথা শুনে বিষ্ণুকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। বিচারের রায় দুই পক্ষ সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয় এবং ঘটনা আর না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। ব্রেইভ মেন্টর অঞ্জলী দাস শান্তিপূর্ণ দ্বন্দ্ব নিরসনের এক উদাহরণ সৃষ্টি করলেন এই হস্তক্ষেপের ফলে দাসপাড়া গ্রামের একটি জমিসংক্রান্ত দ্বন্দ্ব হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

বিবেকের সুবাতাস নেভাল ঘৃণার আগুন

১৩ অক্টোবর ২০২১। শারদীয় দুর্গাপূজার তৃতীয় দিন। কুমিল্লা শহরের নানুয়া দিঘীর পাড়ের একটি পূজামণ্ডপ থেকে কোরআন উদ্ধারের খবরে শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কয়েকটি মন্দির ও পূজামণ্ডপে হামলা ও ভাংচুর হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশের বেশ কয়েকটি জেলায় হিন্দুদের ঘরবাড়ি ও মন্দিরে হামলার ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে নিহত হন কয়েকজন। কুমিল্লার ঘটনার এক সপ্তাহ পর ২০ অক্টোবর বিকালে বাগেরহাটের ফকিরহাটে নিজের অফিসে বসে কাজ করছিলেন ফকিরহাট ইউনিয়নের ব্রেইভ প্রকল্পের মেন্টর সাংবাদিক শেখ সৈয়দ আলী। এমন সময় পরিচিত একজন তাকে ফোন দিয়ে বাহিরদিয়া ইউনিয়নের মানসা বাজার এলাকার এক হিন্দু ছেলে ফেসবুকে ইসলাম ধর্মকে কটুক্তি করে একটি পোস্ট দিয়েছে বলে জানান। 'ফেসবুকের ফকিরহাট প্রেসক্লাব নিউজ গ্রুপটিতে পোস্ট দিয়ে সবাইকে একত্র হতে বল। ছেলেটির বাড়ি ঘেরাও করা হবে।' পোস্টটির স্ক্রিনশট পাঠিয়ে সৈয়দ আলীকে বলেন লোকটি। শেখ সৈয়দ আলী ৬৫ হাজার সদস্যবিশিষ্ট গ্রুপটির এডমিন প্যানেলের একজন।

সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত সৈয়দ আলীর জানা আছে এ ধরনের পোস্টকে কেন্দ্র করে হামলা, ভাংচুর ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। মাত্র তিন দিন আগেই (১৭ অক্টোবর ২০২১) রংপুরের পীরগঞ্জে ফেসবুকে কটুক্তিমূলক পোস্ট দেওয়াকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের বাড়িঘর ও দোকানপাটে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এক মাস আগে দক্ষিণাঞ্চলের জেলা ভোলায় ফেসবুকের একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত জনতা এক হিন্দু পরিবারকে দুই সপ্তাহ ধরে গৃহবন্দী করে রাখে।

সৈয়দ আলীর মধ্যে আবেগ ও বিবেকের টানাপোড়ন শুরু হয়ে যায়। একদিকে তার মন চাইছিল পোস্ট শেয়ার করে সবাইকে জানিয়ে দিতে অন্যদিকে বিবেক তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল ভয়াবহ পরিণতির কথা। সৈয়দ আলীর আরও মনে পড়ে যায় ব্রেইভের প্রশিক্ষণের কথা। মনে পড়ে যায় প্রশিক্ষকরা বলেছিলেন এ ধরনের ঘটনা ঘটলে উত্তেজিত না হয়ে যাচাই বাচাই করার জন্য, প্রয়োজনে প্রশাসনের সহযোগিতা গ্রহণের জন্য। আবেগ ও বিবেকের এই টানাপোড়নে সৈয়দ আলী শেষ পর্যন্ত বিবেকের ডাকেই সাড়া দিলেন। পোস্টটি গ্রুপে না দিয়ে তিনি ফকিরহাট মডেল থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব আবু সাঈদ মো. খায়রুল আনাম এবং ফকিরহাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রেজাউল করিম ফকিরকে ফোন করে বিষয়টি জানিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলেন। ফকিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তৎক্ষণাৎ একদল পুলিশ ফোর্স নিয়ে মানসাবাজারে হাজির হয়ে জমায়েত হওয়া লোকদের শান্ত করেন ও পোস্টদাতাকে আটক করেন। মেন্টর সৈয়দ আলীর দূরদর্শিতা ও বিবেকপ্রসূত সিদ্ধান্ত একটা সম্ভাব্য সহিংস পরিস্থিতি থেকে ফকিরহাট উপজেলাকে বাঁচিয়ে দেয়।

সহিংসতার ঝুঁকি নিরসনে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

১৩ নভেম্বর ২০২২। বিকাল গড়িয়ে পড়েছে। বাগেরহাটের ডেমা ইউনিয়নের দত্তের বেড় গ্রামের আলামিন জামে মসজিদের মুসল্লীরা আসরের নামাজ পড়ে বেরিয়ে পড়েছেন বেশ কিছুক্ষণ হয়। খালি মসজিদ। ঠিক এই সময়ে গোবরদিয়া গ্রামের তাহের [ছদ্মনাম] মসজিদের ভেতর প্রবেশ করে। মসজিদের তাকে রাখা একটি কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে তাহের মসজিদ থেকে বের হয়ে সোজা চলে যায় পার্শ্ববর্তী পঞ্চমালা গ্রামস্থ পঞ্চাখাজা খালের দক্ষিণ পাড়ের চরে। মুহূর্তেই কোরআন শরীফটি চরের উপর রেখে পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে আগুন লাগিয়ে দেন।

আগুনের ধোঁয়া দেখে কয়েকজন ছুটে যান চরের দিকে। কাছে গিয়ে বিষয়টি বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি আগুন নিভিয়ে কোরআন শরীফটির ছাই হওয়া থেকে রক্ষা করেন। ইতোমধ্যে আরো কয়েকজন ঘটনাস্থলে এসে তাহেরকে ধরে কিল ঘুষি মারতে থাকে।

লোকজনের হট্টগোল শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন ব্রেইভের ইয়ুথ টিমের সদস্য দুলাল। বিষয়টি বুঝতে পেরে দুলাল সাথে সাথে ডেমা ইউনিয়নের মেন্টর শেখ বেনজীর আহমেদকে ফোনে ঘটনাটি জানান। শেখ বেনজীর ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে ব্রেইভের সঙ্গে যুক্ত। সেই থেকে ব্রেইভের প্রশিক্ষিত একদল তরুণ-তরুণী নিয়ে এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধান ও সম্প্রীতি রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছেন। সরকারি বিভন্ন সেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে মাদক নিরসন সব ক্ষেত্রেই ঝাপিয়ে পড়া শেখ বেনজীর দুলালের ফোন পেয়েও যথারীতি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। দুলালকে বললেন, ছেলেটিকে যাতে মারধর না করে আটকিয়ে রাখে। দুলালের ফোন রেখেই বেনজীর ফোন দিলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে।

এরই মধ্যে কেউ একজন ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ায় ইউএনও এবং জেলা প্রশাসকের কানেও বিষয়টি চলে যায়। ইউএনও তখন চেয়ারম্যানকে ফোন দিলে চেয়ারম্যান জানালেন তিনি ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। এদিকে বেনজীর ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখলেন ছেলেটি ছুটে পালিয়েছে। পরে পুলিশ ছেলেটির বাড়ি গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। শেখ বেনজীর তখন চেয়ারম্যানকে এলাকার সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে মাইকিং করার পরামর্শ দেন। অন্যথায় মানুষের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে কানাঘুষা চলতে থাকবে। সুযোগ সন্ধানীরা এটিকে কাজে লাগিয়ে এলাকার সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করবে। সেদিনই এলাকায় মাইকিং করে জানিয়ে দেওয়া হয়, এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। দোষীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এলাকার মানুষদের বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। কোরআন পোড়ানোর ঘটনায় ডেমায় কিছুটা উত্তেজনা ও সহিংস পরিস্থিতির সম্ভাবনা তৈরি হলেও সহিংসতার ঝুঁকি কমানোর জন্য মেন্টর শেখ বেনজীরের প্রচেষ্টা পরিস্থিতি উত্তরণে সফলতা বয়ে আনে।

সংঘাত নয়, মিলনের আলো

মো. আলিমুজ্জামান। বাগেরহাট সরকারি পিসি কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। থাকেন বাগেরহাট সদরের খানপুর ইউনিয়নের দক্ষিণখানপুর গ্রামে। প্রায় সমান সংখ্যক হিন্দু ও মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামটিতে ছোটবেলা থেকেই আলিমুজ্জামান দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দেখে আসছেন। দুই সম্প্রদায়ে তেমন একটা দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই বললেই চলে। শুধু একটা বিষয় আলিমুজ্জামানকে ভাবাতো। গ্রামের কালীবাড়ি বাজারের ওপরই গ্রামের কেন্দ্রীয় মসজিদটির অবস্থান, গ্রামের সবচেয়ে বড় মন্দিরটিও এখানে। একটা থেকে আওয়াজ দিলে অপরটাতে শোনা যায় এমন একটা অবস্থা।

মন্দিরে প্রায় সময় বিভিন্ন পূজা অর্চনা থাকে, ঢোলের শব্দ, ঘণ্টাধ্বনি ইত্যাদি মুসলমানদের নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এ নিয়ে মুসলমানদের মনে বিরাজ করে চাপা ক্ষোভ। আবার মসজিদে কোনো ওয়াজ মাহফিল হলে মন্দিরের পূজা অর্চনায় সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে রয়েছে হিন্দুদের মনে চাপা ক্ষোভ। লোকজন বিষয়টি নিয়ে বড় কোনো ঘটনা না ঘটালেও নিজেরা নিজেরা বলাবলি করত। বিষয়টির সুরাহা না হলে যেকোনও সময় ঘটে যেতে পারে মারাত্মক কোনও সংঘাত-সহিংসতার ঘটনা, তাই বিষয়টির সুরাহা কীভাবে করা যায় তা ছিল আলিমুজ্জামানের ভাবনার বিষয়।

২০২০ সালের শেষের দিকে ব্রেইভের সাথে পরিচয় ঘটে আলিমুজ্জামানের। তিনি ২০২১ সালের জানুয়ারিতে উগ্রতা ও সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সম্প্রীতির গুরুত্ব নিয়ে তিন দিনের প্রশিক্ষণে অংশ নেন। আলিমুজ্জামান তার এলাকার সমস্যাটি প্রশিক্ষণে উপস্থাপন করেন। প্রশিক্ষক তাকে মসজিদ ও মন্দির কমিটির সাথে বসে সমস্যাটি সমাধানের জন্য কথা বলার পরামর্শ দেন। প্রশিক্ষণ শেষে এলাকায় এসে আলিমুজ্জামাস একটি ইয়ুথ টিম গঠন করে সবার সাথে বৈঠকে বসেন এবং বিষয়টি তুলে ধরেন। এরপর তিনি মসজিদ ও মন্দির কমিটিকে বুঝানোর চেষ্টা করেন–এলাকায় হিন্দু মুসলিমের শান্তিপূর্ণ বসবাস, শুধু এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব থাকবে কেন। দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে এই সামান্য বিষয় নিয়ে চাপা ক্ষোভ হঠাৎ বড় কিছুতে রূপান্তর হতে পারে। এলাকায় সহিংসতা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। প্রথম দিকে কেউ বিরক্তি প্রকাশ, কেউবা উপেক্ষা করলেও তার আন্তরিক আহ্বান এবং লেগে থাকার ফলে এক পর্যায়ে দুই পক্ষ একত্রে বসতে রাজি হন।

২০২১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় এলাকার এক চায়ের দোকানে মসজিদ ও মন্দির কমিটির প্রধান ব্যক্তিরা বৈঠকে বসেন। দুই পক্ষের আলাপের পর মন্দির কমিটি তাদের অনুষ্ঠানে মাইক, ঘণ্টা ইত্যাদি বাজানোর ক্ষেত্রে আজানের পর আধা ঘন্টা পর্যন্ত বিরতি দিতে রাজি হন। মসজিদ কমিটিও ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করলে আগে থেকে মন্দির কমিটিকে জানিয়ে দেবেন, যাতে ঐ সময় মন্দিরে কোনো অনুষ্ঠান থাকলে আগে-পিছে করে নিতে পারেন। এরপর থেকে প্রায় মুখোমুখি অবস্থিত এই দুটি মন্দির ও মসজিদের অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে কমিটি সময়ের সমন্বয় করে নিজেদের অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন।

লিয়াকত আলী মোড়লের মানবিক কিংবদন্তি

বাগেরহাট সদর উপজেলার কুন্ডপাড়া গ্রামের দরিদ্র পান ব্যবসায়ী শ্রী পবন কুমার কুণ্ড দীর্ঘদিন ধরে হার্টের অসুখে ভুগছিলেন। চিকিৎসার জন্য ডাক্তার দেখিয়েছেন বিভিন্ন জায়গায়। সর্বশেষ খুলনায় ডাক্তার দেখিয়ে এসে ভাবলেন পাশের গ্রামের ডাক্তার মাজেদ আলী মোড়লের কাছে গিয়ে কাগজপত্রগুলো একবার দেখিয়ে আনবেন। মাজেদ আলী মোড়ল কর্মজীবনে সামরিক বাহিনীর মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অবসরের পর গ্রামে এসে ডাক্তারি শুরু করেন। ২০২১ সালের অক্টোবরের ৫ তারিখ সকাল ১০টার দিকে পবন কুমার কাগজপত্র সব নিয়ে মাজেদের বাড়ি গেলেন। ডাক্তার কাগজগুলো হাতে নিয়ে উল্টে দেখতে দেখতেই পবনের ভীষণ পানির তেষ্টা পেল। বাড়ির ভেতর থেকে পানি আনতে আনতেই হার্টবিট বন্ধ হয়ে যায় পবন কুমারের। মাজেদ তাড়াতাড়ি করে তাকে শুইয়ে দিলেন, জল মুখে দেওয়ার আগেই ইহলোক ত্যাগ করলেন শ্রী পবন কুমার কুণ্ড।

মুসলমান বাড়িতে হিন্দু মারা যাওয়ার খবরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পবনের হিন্দু প্রতিবেশীরা বলাবলি করতে লাগল মুসলমান বাড়িতে মারা গিয়ে পবন পূর্ণদোষ নিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছে। পবনের স্ত্রী বাড়ি বাড়ি গিয়ে অনুনয়-বিনয় করলেন পবনের মরদেহ বয়ে আনার, কিন্তু পূর্ণদোষ নিয়ে মারা যাওয়া পবনের মৃতদেহ বয়ে আনতে রাজি হলেন না কেউ।

খবর পেয়ে পবনের বাসায় ছুটে গেলেন ব্রেইভের মাস্টার ট্রেইনার মো. লিয়াকত আলী মোড়ল। তিনি কর্মজীবনে সামরিক বাহিনীর নন কমিশন অফিসার (সার্জেন্ট) ছিলেন। ২০০৫ সালে অবসরের পর গ্রামে চাষাবাদ আর সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ড করে দিন কাটাচ্ছেন। ব্রেইভের সঙ্গে যুক্ত হন ২০২০ সালে। লিয়াকত আলী মোড়ল ব্যক্তিজীবনে একজন ধর্মপরায়ণ মানুষ হলেও তাঁর মনের মধ্যে কোনো কুসংস্কার নেই। পবনের স্ত্রীর কাছে ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনে লিয়াকত আলী নিজেই পবনের সৎকার করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। পরিচিত আরও কয়েকজনকে ডেকে নিজের কাঁধে তুলে নিলেন খাটিয়ার একটি খুটি। খাটিয়া বহন করে নিয়ে গেলেন শ্মশানে। হিন্দুর লাশ মুসলমানরা বয়ে নিয়ে যাওয়ার খবরে হিন্দুরা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলো, বুঝতে পারল নিজেরা প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। অবশেষে তারা শ্মশানে গিয়ে নিজেদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী পবনের মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করল। এক বিরল ব্যতিক্রমী উদাহরণ সৃষ্টি হয় লিয়াকত আলী মোড়লের মানবিক উদ্যোগে, যে গল্প আজও কিংবদন্তির মতো এলাকার মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

সহিংসতা প্রতিরোধে এক অনন্য নজির

বাগেরহাট মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট ট্রেইনিং স্কুলের (ম্যাটস) তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী অন্তরা বিশ্বাস [ছদ্মনাম]। মুসলিম প্রেমিকের সাথে মনোমালিন্য হওয়ায় ১২ এপ্রিল ২০২১ রাতে নিজের ফেসবুকে "এক নারীর মুড সুইং নিতে পারেন না আবার ৭০টা হুরের স্বপ্ন দেখে" লেখা একটি স্টোরি (মাই ডে অপশনে) শেয়ার করেন। সকাল হতে হতেই অন্তরার স্টোরির স্ক্রিনশট ভাইরাল হয়ে যায়। ম্যাটসের কয়েকজন মুসলিম শিক্ষার্থী ধর্মীয় মুসলিম সম্প্রদায় ব্যানারে ইসলাম ধর্মকে অবমাননা, কটুক্তি ও হেয় প্রতিপন্ন করার অভিযোগে অন্তরাকে ক্যাম্পাস থেকে বহিস্কার ও বয়কট করার আহ্বান জানিয়ে পরদিন ১৩ এপ্রিল সকালে সমাবেশের ডাক দেয়।

ব্রেইভের যাত্রাপুর ইউনিয়নের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ রনি মাহমুদ বিষয়টি বাগেরহাট সদর উপজেলা সমন্বয়কারী হাফিজুর রহমানের নজরে আনেন। হাফিজুর তৎক্ষণাৎ জেলা সহিংস উগ্রপন্থা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি এস কে এস হাসিব ও সম্পাদক অ্যাডভোকেট সেলিম আজাদকে ফোনে বিষয়টি অবহিত করেন এবং প্রয়োজন হলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। এরপর তিনি কয়েকজন ইয়ুথ লিডারকে ফোন করে আসতে বলেন।

হাফিজুর ও ইয়ুথ লিডাররা যখন ম্যাটসে পৌঁছালেন তখন বাজে বেলা ১২টা। থমথমে ক্যাম্পাস। একজনকে প্রিন্সিপালের রুম কোথায় জিজ্ঞেস করলে দেখিয়ে দিলেন, তবে তারা গিয়ে প্রিন্সিপালকে রুমে পেলেন না। ব্রেইভ টিম তখন খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন হোস্টেলে একটি রুমে ছাত্ররা অন্তরার বিষয়টি নিয়ে মিটিং বসেছে। রুমে গিয়ে দেখতে পেলেন ২৫-৩০ জনের একটি দল মিটিং করছে।

ব্রেইভ টিমকে দেখে ছাত্ররা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তাকালে হাফিজুর বললেন, আমরা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে এসেছি, আমরা উগ্রবাদ নিরসনে সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় কাজ করি। আপনাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই। এরপর ব্রেইভ টিমের সদস্যরা প্রায় দুই ঘন্টা ধরে তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করেন। ব্রেইভের ট্রেনিং মডিউল থেকে ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সামাজিক সহাবস্থানের গুরুত্ব ইত্যাদি তাদের সামনে তুলে ধরেন। তাদের গৃহীত পদক্ষেপ যে দেশের আইন ও সংবিধান পরিপন্থী এবং এর পরিণাম যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে তাও উল্লেখ করেন। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ একটু উচ্চবাচ্য করার চেষ্টা করলেন, কেউ আবার বললেন এসব বই পুস্তকের কথা বইয়েই রাখেন। সে ধর্ম অবমাননা করেছে তার শাস্তি হতে হবে। তখন তাদেরকে বলা হলো এ নিয়ে বড় কিছু ঘটে গেলে আপনারা যারা এটা শুরু করছেন তাদের ওপরই কিন্তু দায় বর্তাবে। পুলিশ আপনাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিবে। এরপরও যদি আপনারা আপনাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হন, আমরা প্রশাসনকে জানাতে বাধ্য হবো–এটি শুনে ছাত্ররা কিছুটা নমনীয় হয়। 'তাহলে সমাধান কী?' একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করল। ব্রেইভ দল তাদেরকে প্রতিষ্ঠান বরাবর শাস্তি চেয়ে দরখাস্ত করার পরামর্শ দেন আর ফেসবুকের সব পোস্ট ডিলিট বা অনলি মি করে দিতে বলেন, যাতে অন্য কেউ দেখতে না পারে। ছাত্ররা তখন ফেসবুকে ঢুকে পোস্টগুলো ডিলিট বা অনলি মি করে দেন। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাগেরহাটকে একটি বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার হাত থেকে রক্ষা করে ব্রেইভ দল সহিংসতা প্রতিরোধে এক অনন্য নজির স্থাপন করে।

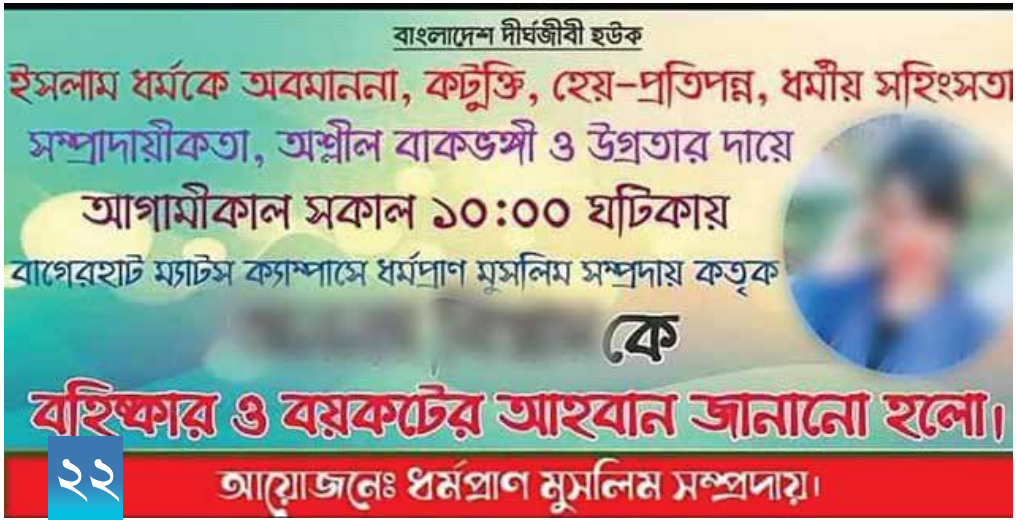

মুক্তিযোদ্ধা ইউনুস আলীর উদ্যোগ : সংঘাত নয়, সম্প্রীতির জয়

১৬ ডিসেম্বর ২০২১। বাগেরহাটের মোংলা উপজেলার চিলা ইউনিয়ের কলাতলা দুর্গা মন্দিরের সামনের মাঠে বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে এক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। কলাতলা বরাবর সুন্দরবনের পশুর নদীর পূর্ব দিকে ঠিক নদীর পাড় ঘেঁষেই এই মাঠ। ওপারে সুন্দরবন। নয়নাভিরাম এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ক্রিকেট খেলা উপভোগ করতে জড় হয়েছে কয়েকশ মানুষ। মাঠ থেকে এক-দেড় কিলো দূরে অবস্থিত একটি মাদ্রাসার দুই ছাত্র রাব্বী ও দিদার সেদিন বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যাগে করে কাপড় চোপড় নিয়ে বের হয়। যাওয়ার পথে খেলার মাঠের কিনার থেকে তাদের বন্ধু সম্রাট মণ্ডলের ডাক শুনে খেলা দেখা শুরু করে। খেলা দেখার একপর্যায়ে রাব্বী ও দিদার মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা শুরু করে। বন্ধুদের ছবি তুলতে দেখে সম্রাটেরও বন্ধুদের সাথে ছবি তুলতে ইচ্ছা করে। তিনজনের একই পোশাকে ছবি তোলার জন্য রাব্বী ব্যাগের ভিতর থেকে একটা পাঞ্জাবী টুপি বের করে সম্রাটকে পরতে বলে।

হিন্দু ছেলেকে টুপি পাঞ্জাবী পরে ছবি তুলতে দেখে আশপাশের কয়েকজন তাদেরকে সন্দেহ করে জেরা শুরু করে দেয়। জেরার মুখে পড়ে তিনজনেই ভীত হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে জটলা তৈরি হয়ে যায় এবং নানা জন নানা কথা বলতে শুরু করে। কেউ বলে এটি মুসলমানদেরকে ফাঁসানো ষড়যন্ত্র, আবার কেউ বলে এটি হিন্দুদেরকে ফাঁসানোর ষড়যন্ত। একটা হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের দিকে পরিস্থিতি মোড় নিচ্ছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্রেইভের ইয়ুথ চিনা মিস্ত্রী চিলা ইউনিয়নের মেন্টর ও পিভিই কমিটির উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মো. ইউনুস আলীকে ফোনে বিষয়টি জানান।

ইউনুস আলী বর্তমানে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর একজন ইউনিয়ন কমান্ডার। যুবক বয়সে দেশ মাতৃকার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। যুদ্ধ করেছেন ৯ নং সেক্টরের অধীনে। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ২০২২ সালে পেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ পদক। ২০২০ সালে কমান্ডার ইউনুছ আলীকে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্রেইভের সাথে কাজ করার আহ্বান জানানো হলে তিনি সাড়া দিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেননি। সেই থেকে চিলা ইউনিয়নের এক দল প্রাণোচ্ছল তরুণ-তরুণী নিয়ে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। সেদিন খেলার মাঠের ঘটনার খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি মাঠে ছুটে যান। সকলকে বুঝানোর চেষ্টা করেন বাচ্চা ছেলেরা নিশ্চয়ই অত ভেবে কিছু করেনি। দুই পক্ষকে বুঝিয়ে বাচ্চাদের ছেড়ে দিতে রাজি করান এবং পরদিন একসাথে বসে ঠাণ্ডা মাথায় আলোচনা করার আহ্বান জানান।

পরদিন স্থানীয় চায়ের দোকানে দুই পক্ষ এবং সাথে আরও কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি নিয়ে আলোচনায় বসেন ইউনুস আলী। সবাইকে বুঝান বাচ্চারা মজার ছলে একটা ছবি তুলেছে, সেটা নিয়ে বড়রা বাড়াবাড়ি করে বিষয়টাকে বড় করলে এলাকায় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হবে, দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি বিঘ্নিত হবে। উপস্থিত সকলে বিষয়টি বুঝতে পারেন এবং বিষয়টি আর না বাড়ানোর সিদ্ধান নেন। এভাবে ব্রেইভ মেন্টর কমান্ডার ইউনুস আলীর হস্তক্ষেপের ফলে একটা আশু হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সুরাহা ঘটে।

শান্তির সপক্ষে মোংলা

৬ আগস্ট ২০২২। মোংলা উপজেলার চাঁদপাই ইউনিয়নের কানাইনগর গ্রামের কানাইনগর সর্বজনীন কালী মন্দিরের সামনের মাঠে ফুটবল খেলছিল একদল কিশোর। মন্দির কমিটির সভাপতি দেবাশিষ বিশ্বাস মন্দিরের সামনে খেলতে নিষেধ করলে দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এক পর্যায়ে খেলা বন্ধ হয় যায়। পরদিন ভোরে ঘুম থেকে ওঠে মন্দিরের পূজারী শান্তনা রাণী মন্দিরে গিয়ে দেখতে পান প্রতিমার ভাঙা টুকরো মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে। হতভম্ব শান্তনা রানী প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানান।

মন্দির ভাঙচুরের খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। দীর্ঘদিন ধরে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসা কানাইনগরে এ ধরনের ঘটনা ব্যথিত করে মানবিকবোধসম্পন্ন মানুষদের। তেমনি একজন মানবিক মানুষ ব্রেইভ মেন্টর নুর আলম শেখ। মন্দির ভাঙচুরের খবর পাওয়ার সাথে সাথেই নুর আলম মোংলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ফোন করে ঘটনা অবহিত করেন। পরে তিনি পুলিশ ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোল্লা মোহাম্মদ তারিকুল ইসলামকে নিয়ে মন্দির পরিদর্শন করেন এবং মন্দির কমিটিসহ স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে সবাইকে শান্ত থাকার পরামর্শ দেন। ব্রেইভ সদস্যরা তখন এলাকায় ধর্মীয় সহাবস্থান ও সম্প্রীতির গুরুত্ব জনগণের মধ্যে তুলে ধরার লক্ষ্যে একটি সম্প্রীতি সমাবেশ আয়োজনের প্রস্তাব করে। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রস্তাবে একমত পোষণ করলে ওইদিন এলাকায় এলাকায় মাইকিং করে সমাবেশের খবর সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়। পরদিন ৮ আগস্ট ২০২২ ইউনিয়নের কানাইনগর মোড়ে সম্প্রীতি সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়। সর্বদলীয় সম্প্রীতি উদ্যোগ, উপজেলা সামাজিক সম্প্রীতি কমিটি এবং ব্রেইভ প্রকল্পের উদ্যোগে এই সম্প্রীতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে মোংলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার কমলেশ মজুমদার, সহকারী পুলিশ সুপার মো. আসিফ ইকবাল, স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, ধর্মীয় নেতা ও সকল ধর্মের সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে বক্তারা কালী মন্দিরের ভাঙচুরের নিন্দা জানিয়ে প্রকৃত অপরাধী-দের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

সম্প্রীতি সমাবেশে উপস্থিত এলাকার স্থানীয় অধিবাসীরা সম্প্রীতি এবং ভিন্ন মত ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার গুরুত্ব অনুধাবন করেন। পাশাপাশি, গ্রামে সম্প্রীতি বিনষ্ট হয় এমন ঘটনা যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে সবাই সতর্ক থাকার শপথ নেন। পরবর্তীতে পুলিশ মন্দির ভাংচুরের দায়ে তিনজনকে আটক করে। ব্রেইভ সদস্যদের তড়িৎ এই উদ্যোগের ফলে কানাইনগর মন্দির ভাঙচুরের ঘটনার একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়।

বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন কারণে সারাদেশের অনেক স্থানে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও বাগেরহাট সদর উপজেলা সেই রকম ঘটনা ও তার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। আমি মনে করি তৃণমূল থেকে উপজেলার সর্বস্তরে ব্রেইভ প্রকল্পের বিশাল কর্মী বাহিনীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কর্মকাণ্ড এই অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। **মুহাম্মদ মোছাব্বেরুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বাগেরহাট সদর উপজেলা। ইম্প্যাক্ট স্টাডি সাক্ষাৎকার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২**

বর্তমান বাস্তবতায় ব্রেইভ প্রকল্পের কার্যক্রম অত্যন্ত জরুরি। শান্তিপূর্ণ বাগেরহাট প্রতিষ্ঠায় জেলা সহিংস উগ্রপন্থা নিরসন কমিটি প্রকল্প চলাকালীন সময়ে যেভাবে কাজ করেছে, আমরা অঙ্গীকার করছি তা আগামীতেও চলমান থাকবে। **অ্যাডভোকেট সেলিম আজাদ, মেন্টর বাগেরহাট পৌরসভা ও সাধারণ সম্পাদক, জেলা সহিংস উগ্রপন্থা নিরসন কমিটি। জেলা সহিংস উগ্রপন্থা নিরসন কমিটির সমন্বয় সভা, ১৫ জুন ২০২২**

বাগেরহাটের ইতিহাসে সামাজিক সেবামূলক কাজে ব্রেইভ প্রকল্প একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সম্প্রীতির বাগেরহাট গড়ে তোলার জন্য ব্রেইভ প্রকল্প যেভাবে মানুষের কাছে সচেতনতার বাণী পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেছে, তা অবিশ্বাস্য। এই কাজের সম্মুখযোদ্ধা তরুণদের অভিভাবকত্বের জায়গায় থাকতে পারাটা আমার জন্য একটি গর্বের ব্যাপার। **এস কে এ হাসিব, মাস্টার ট্রেইনার ও সভাপতি, জেলা সহিংস উগ্রপন্থা নিরসন কমিটি। জেলা পর্যায়ে ধর্মীয় নেতাদের সংলাপ, ১৭ ডিসেম্বর ২০২২**

উগ্রবাদ রুখতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। সমাজের বিভিন্ন বর্গের মানুষের মধ্যে পরমত সহিষ্ণুতা, সহনশীলতার সংস্কৃতি চর্চার আবহ বৃদ্ধি করতে হবে। সে লক্ষ্যে ব্রেইভ প্রকল্পটি কাজ করছে। একজন অংশীজন হিসেবে এই প্রকল্প এগিয়ে যাক এ প্রত্যাশা করি। **কমলেশ মজুমদার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মোংলা। মোংলা উপজেলার বুড়িরডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের সাথে মতবিনিময় সভা, ১ নভেম্বর ২০২২**

সমাজের নানান ধরনের বৈচিত্র্যকে ধারণ করে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য একদল তরুণের নেতৃত্বে ব্রেইভ প্রকল্প এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে ব্রেইভ প্রকল্পের উদ্যোগে সহিংসতা নিরসনে বাগেরহাটে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি করতে পেরেছে। **মো. নুর আলম শেখ, মাস্টার ট্রেইনার ও সহসভাপতি, পিভিই কমিটি। মেন্টর ও ইয়ুথ প্রতিনিধিদের ত্রৈমাসিক ফলোআপ সভা, ২০ ডিসেম্বর ২০২২**

ব্রেইভ প্রকল্পের কাজ সময়োপযোগী শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশসহ যে দেশেই সহিংস উগ্রবাদ, সেখানেই প্রয়োজন ব্রেইভ প্রকল্প। **পীযূষ কান্তি মজুমদার, মাস্টার ট্রেইনার ও সহসভাপতি, পিভিই কমিটি। মিঠাখালী ইউনিয়ন পরিষদের সাথে মতবিনিময় সভা, ১০ নভেম্বর ২০২২**

সম্প্রীতি রক্ষা ও সমাজের ঘৃণাসূচক বক্তব্য বন্ধে ব্রেইভ নিয়মিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে ইউনিয়ন পরিষদে মিটিং করে। এতে উপস্থিত থাকা আমি আমার পবিত্র দায়িত্ব মনে করি। এর মাধ্যমে আমার এলাকায় ঘৃণাসূচক বক্তব্য বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের আইনশৃঙ্খলা কমিটি এখন অনেক কার্যকর। **হিটলার গুলদার, চেয়ারম্যান, মূলঘর ইউনিয়ন, ফকিরহাট। মতবিনিময় সভা, ২ সেপ্টেম্বর ২০২২**

ব্রেইভের ইয়ুথরা হলো ঝড়ের ভেতর একচিলতে বাতি। আমার খুব ভালো লাগে এদের সাথে কাজ করতে। আর নিজেকে মনে হয় সেই প্রচীন যুগের মেন্টরদের মতো। যাদের চিন্তার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে সভ্যতা। **খান আরিফুল হক, সহসভাপতি, জেলা সহিংসতা নিরসন কমিটি। জেলা সহিংস উগ্রপন্থা নিরসন কমিটির সমন্বয় সভা, ১৫ জুন ২০২২**

সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সম্প্রীতি রক্ষার কাজটি আসলে আমাদেরই, সহিংস উগ্রপন্থা প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আমি এটি উপলব্ধি করতে পারি। তাই এখন দৃঢ় সংকল্পে বলতে পারি ব্রেইভ প্রকল্পটি না থাকলেও এই কাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। **নওরিন কবির নিম্মি, ইয়ুথ সদস্য, কাড়াপাড়া ইউনিয়ন, বাগেরহাট সদর। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টরের সাথে মতবিনিময় সভা, ৫ ডিসেম্বর ২০২২**

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ব্রেইভ প্রকল্প আমার কাছে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। এই কার্যক্রমের ফলে যুব সমাজ যেমন নিজেদের চিন্তার প্রসার ঘটাতে পারছে; অন্যদিকে একদল ধর্মীয়, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ দূর করে অনেক বেশি উদার হওয়ার শিক্ষা দিচ্ছে। **কমলা সরকার, মেন্টর। আন্তঃধর্মীয় মতবিনিময় সভা, ২৭ নভেম্বর ২০২১**

আমরা যদি নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ থেকে উগ্রবাদ ও সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মের সঠিক ব্যখ্যা ও সম্প্রীতির বাণী তুলে ধরে নিজ নিজ জায়গা থেকে মানুষকে সচেতন করি, তাহলে ব্রেইভের শিক্ষা সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে। **মো. হেলাল উদ্দিন, খতিব, ষাটগম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট। জেলা পর্যায়ে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, ২৮ জুন ২০২২**

ব্রেইভ আমাকে মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে শিখিয়েছে। যে শিক্ষা সম্প্রীতির সমাজ গঠনে নিজেকে নিয়োজিত করতে সারাজীবন আমাকে অনুপ্রাণিত করবে। **মোহাম্মদ ইজাজ, ইয়ুথ সদস্য, বাগেরহাট পৌরসভা। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টরের সাথে মতবিনিময় সভা, ৫ ডিসেম্বর ২০২২**

প্রধান উপদেষ্টা
মোজাফ্‌ফর হোসেন
শিক্ষাবিদ

উপদেষ্টা
আব্দুল বাকি তালুকদার
সাংবাদিক

উপদেষ্টা
মো. ইউনুস আলী
বীর মুক্তিযোদ্ধা

উপদেষ্টা
গোলাম মোস্তফা
সমাজকর্মী

সভাপতি
এস কে এ হাসিব
সমাজকর্মী

সহসভাপতি
সৈয়দ আলতাফ হোসেন
বীর মুক্তিযোদ্ধা

সহসভাপতি
পীযূষ কান্তি মজুমদার
সভাপতি, পুজা উদ্‌যাপন কমিটি

সাধারণ সম্পাদক
অ্যাডভোকেট সেলিম আজাদ
আইনজীবী

সহসাধারণ সম্পাদক
খান আরিফুল হক
সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ

সহসাধারণ সম্পাদক
রেবেকা সুলতানা
শিক্ষক

কোষাধ্যক্ষ

শেখ আসাদ

সমাজকর্মী

সাংগঠনিক সম্পাদক

শেখ ইয়ামিন আলী

সাংবাদিক

সদস্য

আলহাজ্ব মহব্বত হোসেন

বীর মুক্তিযোদ্ধা

সদস্য

মো. নুর আলম শেখ

সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী

সদস্য

অঞ্জলী রাণী দাস

রাজনীতিবিদ

সদস্য

সেখ সাকির হোসেন

সাংবাদিক ও সমাজকর্মী

সদস্য

নাজমা আক্তার

রাজনীতিবিদ

সদস্য

নিভাষ আচার্য

পুরোহিত

সদস্য

মারকুস সরদার

শিক্ষক

সদস্য

সুকুমার মন্ডল

সাবেক শিক্ষক

সদস্য

মো. এমদাদুল হক

ইমাম ও শিক্ষক

সদস্য

আব্দুল হাকিম মোল্লা

বীর মুক্তিযোদ্ধা

সদস্য

প্রাণতোশ চক্রবর্তী

সভাপতি, পুরোহিত পরিষদ

সদস্য

আমিরুল ইসলাম

সাংবাদিক

সদস্য

নাজমুল হক

ব্যবসায়ী

সদস্য

শহিদুর রহমান ভুট্টু

রাজনীতিবিদ

সদস্য

মমতাজ বেগম

শিক্ষক

নাছিমা আক্তার জলি
প্রকল্প পরিচালক

মাসুদুর রহমান
আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, খুলনা

সৈত্যজিৎ দেবনাথ
হিসাব রক্ষক, খুলনা

নাজমুল হুদা মিনা
প্রকল্প সমন্বয়কারী

কাজী ফাতেমা (বর্নালী)
মনিটরিং অফিসার

মো. হাফিজুর রহমান
উপজেলা সমন্বয়কারী
বাগেরহাট সদর

কাজী মিজানুর রহমান
উপজেলা সমন্বয়কারী
মোংলা

জামিলা আক্তার
উপজেলা সমন্বয়কারী
ফকিরহাট

মাল্লা মনিরুজ্জামান
ইউনিয়ন সমন্বয়কারী
কাড়াপাড়া, ষাটগম্বুজ
বাগেরহাট সদর

মো. ফয়সাল হাওলাদার
ইউনিয়ন সমন্বয়কারী
বাগেরহাট পৌরসভা, ডেমা
বাগেরহাট সদর

শেখ সৈকত আলী
ইউনিয়ন সমন্বয়কারী
যাত্রাপুর, বারুইপাড়া
বাগেরহাট সদর

তাসলিমা খাতুন
ইউনিয়ন সমন্বয়কারী
খানপুর, রাখালগাছী, বেমরতা
বাগেরহাট সদর

ফারহানা ইয়াসমিন
ইউনিয়ন সমন্বয়কারী
গোটাপাড়া, বিষ্ণুপুর
বাগেরহাট সদর

সাধন কুমার দাস
ইউনিয়ন সমন্বয়কারী
বেতাগা, শুভদিয়া
ফকিরহাট

মনিরা খাতুন
ইউনিয়ন সমন্বয়কারী
ফকিরহাট, বাহিরদিয়া
ফকিরহাট

রওশোনারা খাতুন
ইউনিয়ন সমন্বয়কারী
নলধা মৌভোগ, মূলঘর
ফকিরহাট

রোজিনা খাতুন
ইউনিয়ন সমন্বয়কারী
পিলজংগ, লখপুর
ফকিরহাট

প্রসেনজিৎ সরদার
ইউনিয়ন সমন্বয়কারী
বুড়িরডাঙ্গা, মিঠাখালি
মোংলা

মো. শাহা আলম
ইউনিয়ন সমন্বয়কারী
পৌরসভা, সুন্দরবন
মোংলা

নয়ন মন্ডল
ইউনিয়ন সমন্বয়কারী
চিলা, চাকপাই
মোংলা

ব্রেইভ ইয়ুথ, মেন্টর ও মাস্টার ট্রেইনারদের নিজস্ব উদ্যোগে পরিচালিত কিছু কার্যক্রমের চিত্র

মোংলায় আনসার-ভিডিপিদের নিয়ে কর্মশালা

মোংলায় পুষ্প র‍্যালী

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০০২

স্বাক্ষর অভিযান

বিশ বন্যপ্রাণী দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন

হতদরিদ্রদের জন্য ঈদ উপহার

ইয়ুথদের উদ্যোগে দেওয়াল পত্রিকা

ফকিরহাটের পিলজং ইউনিয়নের ব্রেইভ তরুণদের উদ্যোগে সম্প্রীতির দেওয়াল

স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে ব্রেইভের খবর

জার্মান রাষ্ট্রদূতের টুইট

স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে ব্রেইভের খবর

স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে ব্রেইভের খবর

BRAVE Project Overview

Background

Despite its impressive advancement in socio-economic sectors, Bangladesh faces the daunting challenges of maintaining social harmony and promoting peace and tolerance. In recent years, the country has been witnessing a rise of radicalization and violent extremism, which dismantles its long-praised legacy of social cohesion. Sadly, it is often the youth, both from madrasas and non-religious educational institutions, who are leading or being used in religious and ethnic extremism and violence. Confrontational politics further fuels the radicalization process through political patronage of radical forces and their reactionary agendas. Disaffection and anger have made some of the Bangladeshi young people give up on its democratic system and become misguided to succumb to radical ideas and recruitment.

After the militant attack at Holey Artisan Bakery in 2016, law enforcement agencies took rapid action, minimizing the extremist threat to some extent. However, terrorist attacks recurred in 2019 and 2020 in different parts of the country, with several attacks on religious and ethnic minorities. These incidents indicate that we may be standing on a powder keg of communal intolerance and potential mayhem in the future. To build a pluralistic, tolerant and humane Bangladesh, people of all religions, races, castes and classes must work together. The Building Resilience Against Violent Extremism (BRAVE) project started in three Upazilas of Bagerhat District with a group of political, social and religious leaders, youth, women, media and other opinion leaders in the society as the champions of peace, non-violence and peaceful co-existence. The project was implemented by The Hunger Project, funded by the Federal Foreign Office Funds, German Embassy. It was designed to offer an alternative path based on pluralism, tolerance and inclusion, providing avenues to engage the youth.

Objectives

The main objective of the project is to build community resilience to address the growing problem of radicalization and extremism in Bangladesh.

Specific objectives are:

1. Empower a group of youth and women as activists, with skills, knowledge and tools to address issues relating to extremism, supported by seniors as mentors.
2. Support mentors, youth and women activists for their campaigns against extremism.
3. Learning sharing with relevant stakeholders.

Action Strategies

1. Capacity building of youth, women, master trainers, PVE (Preventing Violent Extremism) committees, mentors on leadership, critical thinking, values, conflict mitigation, diversity, inclusion, dangers of extremism, hate speech, riot, ways of reducing hate speech, importance of peace and social harmony to build a pluralistic, inclusive and tolerant future generation in our country.
2. Mobilization to bring all the positive forces in the society together to change the mindset of religious extremism and communalism, and to rescue the derailed youth in the society.
3. Build rapport and strategic relationships with local governments through learning and sharing experiences with them to ensure a collaborative environment for a peaceful and tolerant society.
4. Empower a wide range of stakeholders through meetings, interfaith dialogues, training, campaigns and other forms of engagement.

Project Area

24 Unions and 2 Municipalities of three Upazilas under Bagerhat District of southern Bangladesh.

24 Unions:

Bagerhat Sadar Upazila: Karapara, Shat Gambuj, Khanpur, Rakhalgachi, Dema, Bamorta, Jatrapur, Baruipara, Gotapara, Bishnapur
Mongla Upazila: Burirdanga, Mithakhali, Chila, Sundarban, Sonailtola, Chandpai
Fakirhat Upazila: Betaga, Shuvodia, Bahirdia Mansa, Fakirhat, Piljang, Lakhpur, Naldha Mauvhog, Mulghar

Two Municipalities:

Bagerhat and Mongla Municipalities

Project Period

March 2020 - February 2023

Vanguards of the BRAVE project

Youth Leaders 520 | Master Trainers 15 | Women Leaders 27 | PVE Committee 27 | Mentors 60

Activities

The table below shows the types and number of activities, as well as number of participants in those activities, that were carried out under this project.

Activities	Activity number	Women	Men	Total
Training for master trainer	1	3	17	20
Social harmony training	2	32	20	52
Mentor training	3	17	43	60
Follow-up meetings of youth and women with Union Parishad	300	2,593	916	3,509
Youth training	26	222	298	520
Women training	1	27	00	27
District level discussion meetings with religious leaders	4	75	324	399
Upazila level quarterly follow-up meetings with youth and mentors	24	331	699	1,030
Trainings for chairmen and members of Union Parishads	10	89	250	339
Annual meetings with Union Parishads, professionals and local leaders	70	706	1,753	2,459
Quarterly meetings with Union Parishads and law enforcement agencies	238	759	2,561	3,320
Root level awareness campaigns (School campaign, Harmony olympiad, Miking, Billboard, Harmony fair etc.)	198	23,331	16,977	40,308
Learning sharing meetings with stakeholders	3	257	329	586
Social harmony workshops	46	505	553	1,058
Quarterly coordination meetings of PVE committees	9	42	235	277
Project review meetings	7	90	119	209
District level coordination team building meetings of PVE committee	1	1	25	26
Baseline survey	1	370	376	746
Midline survey	1	83	114	197
Impact study	1	63	98	161
End-line survey	1	370	376	746
Total	**947**	**29,966**	**26,083**	**56,049**

Key Achievements

- 1,018 people, of which 35% were women, were trained through 43 trainings;
- 56,049 people were reached through 947 activities to create awareness for embracing diversity, and preventing violent extremism, hate speech and hate crime;
- School campaigns carried out in 142 out of 154 educational institutions in the project working area;
- 17,608 students were made aware of the dangers of violent extremism through school campaign;
- Over 16 religious conflicts were resolved by the youth and mentors of the project;
- Created a robust database (MIS and Google) for documentation of BRAVE activities and initiatives; and
- Four studies were conducted to assess the project activities

Special Activities Aimed at Creating Public Awareness

In addition to regular activities such as training and awareness campaigns, special activities were carried out in Bagerhat Sadar, Fakirhat and Mongla Upazilas of Bagerhat district. These activities aimed at raising public awareness about the benefits of harmony by emphasizing its significance and the harmful effects of violent extremism to the local people.

Harmony Gathering

A total of seven harmony gatherings were organized in six Unions and one municipality of Mongla Upazila. The first rally was organized on August 8, 2022, at Kanainagar in Chandpai Union, and was presided over by Upazila Nirbahi Officer (UNO) Kamlesh Majumdar. On August 29, 2022, another harmony gathering was held in Digraj Bazar which was chaired by Uday Shankar Biswas, Chairman of Burirdanga Union Parishad. The next day, on August 30, the third harmony gathering was held in Sonailtala and was presided over by Sonailtala Union Parishad Chairman Narjeena Begum Nazina. On September 22, 2022, another gathering was organized in front of the Upazila Parishad, where Begum Habibun Nahar, Deputy Minister of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of Bangladesh, attended as the chief guest. The next Harmony Gathering took place on September 23 at Baidya-mari Bazar in Chilamari Union and was presided over by Chilamari Union Parishad Chairman Gazi Akbar Hossain. On September 24, yet another gathering was held in Mithakhali and was chaired by Utpal Kumar Mondal, Chairman of Mithakhali Union Parishad. The last rally was held on September 29, 2022, in Jeudhara Bazar of Sundarban Union which was chaired by Union Parishad Chairman Ikram Izarader.

Harmony Olympiad

A “Harmony Olympiad” was organized in Bagerhat District Parishad Auditorium in Bagerhat Sadar on September 28, 2022 to increase the knowledge about harmony among school students. Students of 51 educational institutions of Sadar Upazila participated in this Olympiad.

Of the 20 questions of the questionnaire used in the olympiad, 14 were about harmony. The remaining six questions were related to the history and traditions of Bagerhat. The quiz was followed by a discussion and staging a play on harmony. Finally, the guests gave prizes to the 20 winners and gifts to all the participating educational institutions.

Among the guests were Bagerhat Sadar’s Upazila Nirbahi Officer (UNO) Muhammad Musabbirul Islam, Upazila Women Vice Chairman Rizia Parveen, Training Coordinator of District Education Office, General Secretary of PVE Committee Advocate Selim Azad, Journalist Sheikh Yamin Ali and Journalist Sakir Hossain

Harmony Kabaddi Competition

With the initiative of the BRAVE project, a harmony Kabaddi (local sport) competition was organized with the motto – "Let's build harmony together with the strength of youth" – on December 21, 2022 at Faltita Shashadhar Social Welfare Secondary School of Mulghar Union under Fakirhat Upazila.

A total of four teams participated in the competition. The women's team of Fakirhat competed and won against Bagerhat Sadar Upazila women's team. On the other hand, Piljang Union's men's team won against the Fakirhat Bahirdia men's team.

The Officer-in-Charge (OC) of Fakirhat Upazila Model Police Station, Md. Alimuzzaman inaugurated the event as the chief guest. Mulghar Union's Chairman Hitler Goldar, Piljang Union's Chairman Morol Zahidul Islam, Mulghar Union Awami League's President Abu Bakkar, Bagerhat District PVE Committee's Vice-Chairman and freedom fighter Syed Altaf Hossain Tipu, PVE Committee Member Amirul Islam and BRAVE project's Coordinator Nazmul Huda Mina were present as special guests. Jamila Akhter, Upazila Coordinator of the BRAVE project, conducted the event

Workshops on Debate

With the initiative of the Upazila Nirbahi Officer (UNO) of Bagerhat Sadar Upazila, Muhammad Musabbirul Islam, two workshops on debate to promote harmony were held with a total of 64 students from 16 schools of the Upazila. The events were organized jointly by the Upazila administration and The Hunger Project on October 22 and 29, 2022, at the auditorium of Jadunath School and College of Bagerhat Sadar.

UNO Muhammad Musabbirul Islam, also the former Secretary of the Debating Society of University of Dhaka, was the key facilitator in both the workshops. Abida Sultana, Khulna zone's Coordinator of National Debate Federation Bangladesh and Hafizur Rahman, Upazila Coordinator of BRAVE project facilitated the workshops. Sadar Upazila Youth Development Officer S M Azgar Ali, President of BRAVE project's District PVE Committee, S K A Hasib, Jadunath School and College's Principal Jhimi Mondal, National Debate Federation Bangladesh Bagerhat District's President Sheikh Sakir Hossain and BRAVE project's Coordinator, Nazmul Huda Mina were present at the events.

Youth Gathering

One of the noteworthy initiatives taken by BRAVE was organizing youth gathering to strengthen the relationships among the trained youth, mentors and members of the PVE Committees. One such gathering was organized at Jatrapur Bhairab River Char area of Bagerhat Sadar Upazila on February 25, 2022. About 200 youth leaders, mentors and members of the PVE Committee from 10 Unions and one municipality of Bagerhat Sadar Upazila participated in this event.

Country Director of The Hunger Project (THP), Dr. Badiul Alam Majumdar, inaugurated the event virtually. Nasima Akhter Jolly, Program Director of THP and the Project Director of BRAVE project joined online and greeted everyone. District PVE Committee's President, S K A Hasib, and General Secretary, Advocate Selim Azad, facilitated the formal activities of the program.

The BRAVE youth presented colorful, hand-designed pictures of activities they conducted in their areas to prevent violent extremism. They shared achievements, challenges and learnings with each other to make their activities more dynamic. One of the most interesting aspects of the day-long program was a quiz competition, through which the youth had the chance to enrich their knowledge about the country's politics, economy, society, culture, history, etc. The program included a discussion meeting and prize distribution.

Youth Prevented the Spread of COVID-19

When the second wave of Coronavirus hit Bangladesh in 2021, the government imposed another nationwide lockdown to reduce its transmission. While everyone avoided all sorts of human contact, youth involved in the BRAVE project risked their lives to stand by the people in need. They devoted themselves to creating awareness among people to prevent the outbreak of Coronavirus.

Under the BRAVE project, the youth conducted 126 campaigns in three Upazilas of Bagerhat district on the importance of washing hands, maintaining physical distance and wearing masks to prevent Covid-19. Risking their lives, they participated in the war against Coronavirus by cremating 18 and burying 24 corpses infected with the virus in three Upazilas. They also provided regular care and essential medicines to the Covid-19 patients. Food and necessities were distributed to 2,420 needy families.

Seeing the initiatives of the enthusiastic youth, the local administration extended its cooperative hand. Jointly with BRAVE, the administration initiated various promotional programs such as maintaining physical distance, wearing marks, setting up shops at a certain distance in local markets, setting up hand-washing facilities at the entrance of markets, miking to create awareness, ensuring isolation and quarantine, distributing soap and handwashing solutions, spraying disinfectants in villages and bazaars, etc.

Some of the youth made masks by themselves, while the others collected them on their own initiative for distribution. Around 12,000 masks were distributed among the common people by the youth. Additionally, a blood donation group was also organized under the leadership of the youth. The group assisted in the orderly completion of the Coronavirus vaccine program and donated blood to patients admitted in Bagerhat Sadar Hospital. Besides, an oxygen bank was created by the youth, through which 22 patients were supplied with oxygen.

In addition to the above initiatives, the youth distributed about 15 thousand leaflets in different places of Bagerhat to aware people about Covid-19. They carried out campaigns to combat rumors, misinformation and prejudice regarding vaccination among marginalized people. The youth motivated people to get vaccinated, and registered 3,390 people for vaccination. Additionally, the youth involved in the BRAVE program campaigned from village to village to make the mass vaccination program of the Union Parishad successful.

A Unique Partnership

The local administration, local government and local religious leaders played an exemplary role in carrying forward the activities of BRAVE in the three Upazilas of Bagerhat district. About 300 religious leaders were involved in the project's activities, among whom were 220 Imams, 20 Pastors and 60 Priests. These religious leaders developed increased inter-religious communication and mutual respect among themselves by participating in inter-religious dialogues. They are still working to inspire people to preserve harmony and accept diversity by regularly spreading the message of peace in their sermons and other religious events. In dealing with various incidents of religious intolerance, these religious leaders played an important role by actively participating in activities such as harmony march, flower rally, harmony bonding, religious view exchange meetings, etc.

Since the beginning of the project, officials from various levels of the local government and local administration were present in all events of BRAVE. They came to believe that BRAVE was playing an important role in various activities conducted by the government to promote peace and harmony. Many events, including harmony rallies, harmony fairs, harmony olympiads and harmony debate workshops were organized jointly by the local administration and the BRAVE project. The district administrator of Bagerhat issued a letter instructing the Union Parishad to participate in the BRAVE's training of the elected representatives. Besides, the District Education Office actively supported the project by sending letters to the educational institutions requesting them to participate in the Harmony Olympiad organized by BRAVE.

Conflict Resolution by Anjali Das

Karri Daspara is a village in Rakhalgachi Union of Bagerhat Sadar Upazila. Dispute over land between a Muslim woman named Piari and a Hindu man named Bishnu has been going on for a long time. On November 10, 2021, Bishnu hit Piari on the head in the heat of an argument over the disputed land.

This unfortunate incident created serious tension as it could lead to a Hindu-Muslim conflict in the community. The community has been living in harmony for years, and many residents thought that they were faced with a grave situation, threatening that long tradition of peace and unity between people of two religions.

BRAVE's mentor Anjali Das came to know about the incident. Anjali is a respected person in the village and is known for her wisdom and impartiality. Anjali immediately took the initiative to find a peaceful solution to the matter. She summoned both Bishnu and Piari and listened to their sides of the story. She then gathered the villagers, village police and some people involved with the BRAVE project and held an arbitration, known as Shalish, to settle the matter.

In the Shalish, Anjali spoke to both the parties and made them understand the gravity of the situation. She explained how their actions could lead to a much bigger conflict and destroy the peace and unity of the village. She made them understand that violence was not the solution to any problem and urged them to find a peaceful solution. After discussion, Bishnu was fined 10,000 taka. The judgment of the salish was accepted by both parties, and the tension was diffused and violence averted.

Anjali's initiative and wisdom played a crucial role in preventing a Hindu-Muslim conflict in the village. Her actions serve as an example to all of us the importance of finding peaceful solutions to conflicts and maintaining unity in the face of adversity.

Conscience in Putting out the Fire of Hatred

October 13, 2021 was the third day of Durga Puja, the biggest religious festival of the Hindu religion. Excitement was in the air. However, this excitement was short-lived as news of the recovery of a Quran from a temple on the banks of Nanua Dighi in Cumilla town spread. This incident sparked a series of attacks on temples and shrines, leading to vandalism and destruction. The situation soon deteriorated, with attacks on Hindu houses and temples taking place in several districts of the country. Tragically, some people were killed in the clashes.

A week after the incident in Cumilla, in the afternoon of October 20, Sheikh Syed Ali, a journalist and mentor of the BRAVE project in Fakirhat Union, was working in his office when he received a call from an acquaintance. The caller informed him that a Hindu boy from Mansa Bazar area of Bahirdia Union had posted something insulting Islam on Facebook. The caller sent a screenshot of the post to Syed Ali and asked him to post it on a Facebook group called Fakirhat Press Club News, calling everyone to come together and besiege the boy's house.

Sheikh Syed Ali is one of the admins of this Facebook group consisting of 65 thousand members. As a journalist, he knew that such posts had led to violent reactions in the past. Just three days earlier, on October 17, 2021, there were attacks on Hindu homes and shops in Pirganj, Rangpur, based on a provocative Facebook post. A month earlier, a Hindu family was put under house arrest for two weeks by a mob in the southern district of Bhola provoked by a similar Facebook post.

The conflict between his emotions and his conscience was intense. On the one hand, he was tempted to share the post and let the group know, but on the other hand, his conscience reminded him of the consequences. He also remembered his training with the BRAVE project, where he was taught to not get agitated in such situations and to seek the cooperation of the administration instead. He responded to the call of his conscience and did not share the post with the group.

Syed Ali called the Officer-in-Charge (OC) of the Fakirhat Model Police Station, Abu Saeed, and informed him of the situation. He also called Khairul Anam and Chairman Rezaul Karim Fakir to seek their assistance. The OC immediately reached Mansa Bazar with a group of policemen and arrested the boy who had shared the offensive post.

Sheikh Syed Ali's foresight and conscientious decision saved Fakirhat Upazila from a potentially violent situation. His actions serve as an inspiration to us all and remind us of the importance of making decisions based on our conscience rather than giving in to our emotions.

An Exceptional Initiative to Address the Risk of Violence

It was the evening of November 13, 2022. The Asr prayer in Alamin Jame Mosque in Dattar Ber village had just finished. The mosque was empty. Rishad, a young man from the neighboring Gobardia village, entered the mosque and took the Quran kept there. He then made his way to the south bank of the Panchakhaja canal in the neighboring Panchamala village. He placed the Quran on a char and then set it on fire. The smoke of the fire attracted the attention of several people. They quickly ran toward the smoke, put out the fire and saved the Quran from being completely burnt. They then caught Rishad and began to beat him.

Dulal, a member of BRAVE's youth team, arrived on the spot soon after and called Sheikh Benazir Ahmed, mentor of Dema Union. Dulal informed Sheikh Benazir about the incident and asked for his assistance in calming the situation. Sheikh Benazir, who has been working with a group of young people to solve various social problems in the area, immediately sprang into action.

The incident was quickly posted on Facebook and spread like wildfire. The UNO and District Commissioner (DC) also became aware of the situation and called the Chairman of the area for assistance. The Chairman, in turn, informed Sheikh Benazir and said that he was on his way to the spot. Meanwhile, Sheikh Benazir arrived at the scene and saw that Rishad had managed to run away. The police were later able to arrest him from his house.

Sheikh Benazir then advised the Chairman to make an announcement to the people of the area to keep calm and avoid any further violence. Thanks to his quick thinking and instantaneous initiatives, the situation was normalized and the possibility of a violent conflict was averted.

The incident of burning the Quran had created a tense and potentially dangerous situation, but Sheikh Benazir's efforts to mitigate the risk of violence proved to be successful. The people of Dema Union were grateful for his bravery in the face of danger, and he became known as a true hero in their community.

Light of Reconciliation

Md. Alimuzzaman, a 3rd year student of the Department of Zoology, Bagerhat Govt. PC College, lived in Dakshinkhanpur village of Khanpur Union of Bagerhat Sadar. His village had a unique cultural blend of both Hindu and Muslim communities living in peace and harmony. However, there was one issue that Alimuzzaman was concerned about.

The central mosque of the village was located near the Kalibari market, where the biggest temple of the village was also situated. As a result, the sound from one place of worship was heard in the other. Whenever there was a worship service in the temple, the sound of drums, bells, etc. disturbed the prayers of Muslims, and vice versa, causing pent-up anger between the followers of two religions. Alimuzzaman was concerned that a serious conflict could break out at any moment.

Alimuzzaman attended a three-day training program in January 2021 that focused on preventing extremism and violence and the importance of harmony. During the training, Alimuzzaman shared the problem of his village, and the trainer and the fellow trainers advised him to sit with the mosque and temple committee to resolve the issue.

With the newfound knowledge about peace and harmony and emboldened by the encouragement of the fellow trainees, Alimuzzaman returned to his village and formed a youth team representing both communities. They held a meeting with everyone and raised the issue. Alimuzzaman and his team explained to the mosque and temple committee that the peaceful coexistence of the Hindus and Muslims in the village is at stake as conflict and violence could flare up at any time. Despite initial resistance, Alimuzzaman and his team's earnest appeal and persistence paid off, and the two parties agreed to sit together to resolve the matter.

The meeting was held at a local tea stall on the evening of February 27, 2021. After a discussion between the Mosque and Temple committees, the Temple committees agreed to refrain from chanting during the azaan (calling for Muslims' prayer) and the Muslim prayer. The mosque committee also agreed to inform the temple committee in advance if they organized a mahfil (Muslim religious gathering). Similarly, the Mosque committee agreed to allow the Temple committee to carry out the Hindu religious events without any disturbance. Since then, the events of these two temples and mosques have been organized by coordinating their schedules and considering each other's convenience.

The Legend of Liakat Ali Morol

Paban Kumar Kunda was a poor betel leaf trader from Kundapara village in Bagerhat Sadar Upazila. He was suffering from serious heart disease for a long time. He went to multiple doctors, but nothing seemed to have worked. One day, while returning from a doctor's visit in Khulna, Paban thought that he would go and show his medical documents to Majed Ali Morol, a village doctor from the adjacent village. Majed had worked as a medical assistant in the military and after retiring, he started practicing medicine in the village. It was October 5, 2021, when Paban went to Majed's house with all his medical documents. While the Majed was looking through his documents, Paban asked for a drink of water. Tragically, before he could even take a sip, Paban's heartbeat stopped and he passed away.

The news of a Hindu dying in a Muslim's house created a lot of commotion in the area. Paban's Hindu neighbors started to spread rumors that he died in a Muslim's house because he was a sinful man. Paban's wife ran from door to door, trying to get help to bring her husband's body home, but to no avail. She was left helpless as the Hindu community was unwilling to cremate Paban's body.

Liakat Ali Morol, a master trainer of BRAVE, heard about the situation and rushed to Paban's house. He was a former non-commissioned officer in the military and after retiring, he devoted his life to farming and social activities in the village. He joined BRAVE in 2020. Although he was a pious Muslim, he never harbored any hatred for Hindus in his mind. Upon hearing everything from Paban's wife, Liakat decided to cremate Paban himself with some of his acquaintances. They lifted the cot onto their shoulders and carried it to the crematorium. The Hindu community felt ashamed and decided to go to the crematorium and arranged for Paban's body to be cremated according to Hindu rituals.

The example set by Liakat's selfless and humanitarian initiative made him a legend among the people of the area. It showed that religion should never come in the way of helping someone in need, and that humanity and compassion should always come first.

Harmony Prevails: The BRAVE Team Saves Bagerhat

Antara Biswas, a third-year student of Bagerhat Medical Assistant Training School (MATS), caused a stir in the area on the night of April 12, 2021, when she shared a status on her Facebook account after having a fight with her Muslim boyfriend. Antara belonged to the Hindu community. The screenshot of her story, which included the statement "You can't deal with one woman, but you dream of having 70 female companions in heaven!" went viral immediately as it was viewed as an insult. This incited some Muslim students of MATS to call for a rally demanding her expulsion from the campus.

Roni Mahmood, a trainee of the BRAVE's Jatrapur Union, brought the incident to the attention of BRAVE's Bagerhat Sadar Upazila Coordinator, Hafizur Rahman. Hafizur quickly informed the District PVE Committee President, SKS Hasib and Secretary, Advocate Selim Azad, and requested their assistance to ensure the cooperation of law enforcement agencies. He then called upon some youth leaders to join him at MATS.

When Hafizur and the youth leaders arrived at MATS around noon, they were greeted with slogans demanding punishment of Antara Biswas. The Principle was absent from the institution at that time. They found that 25-30 students were having a meeting in a hostel room regarding the incident.

Hafizur went to the meeting room and introduced his team saying, "We are from The Hunger Project. We work to establish social harmony to counter hate, violence and violent extremism. And we want to talk to you." The BRAVE team then spent nearly two hours trying to convince the students to change their stand to punish Antara. Using their learning from the BRAVE training, they emphasized the importance of mutual respect for people holding differences of opinions for peaceful coexistence.

They also warned the students about the consequences of their actions, which were against the law and the Constitution of the country.

Despite initial resistance from some of the students, who argued that Antara had insulted their religion and should be punished, the BRAVE team continued to press for a peaceful resolution. They reminded the students that if something serious were to happen, the responsibility would fall on them and that the police would take action against them. The students eventually were convinced and asked, "What is the solution then?" The BRAVE team suggested that the students ask the institution to convince Antara to apologize and delete the Facebook post.

Thanks to the prompt and effective action of the BRAVE team, Bagerhat was saved from a major incidence of violence. The campus was restored to a state of peace and harmony, and the students learned a valuable lesson about the importance of mutual respect for people holding differences of opinions and peaceful coexistence.

Freedom Fighter Yunus Ali's Initiative: Victory of Harmony, not Conflict

It was December 16, 2021, which was the Victory Day of Bangladesh. To celebrate this auspicious day, a cricket tournament was organized in the field in front of the Kalatala Durga temple in Chila Union of Mongla Upazila of Bagerhat. Hundreds of people gathered to enjoy the tournament.

Rabbi and Didar, two students from a Madrasa, located one and a half kilometers away, were on their way home with bags of clothes when they heard their friend Samrat Mandal calling them from near the field. They decided to join him and watch the game. As they stood in front of the temple, Rabbi and Diddar started taking pictures of themselves and each other. Samrat also wanted to be in the photos. Rabbi asked Samrat to wear a punjabi and cap (that Muslims wear while praying), which were in his bag and take a group picture.

As the three were taking pictures, some of the people around them became suspicious and started questioning them. The situation quickly escalated and rumor was spread that two Muslim boys were trying to convert a Hindu boy. The three friends were held by the mob. That was when BRAVE's trained youth leader, Cheena Mistry, who was present at the scene, called Commander Md. Yunus Ali, a mentor of BRAVE and PVE Committee Advisor, for help. Yunus Ali, a veteran of the 1971 Liberation War, rushed to the scene when he heard of the incident.

Yunus Ali convinced everyone to release the children and have a discussion about it the day after. The next day, Yunus Ali sat in a local tea stall with the two parties from two religions and other dignitaries, and explained to them that the children had exchanged clothes and taken the photos for fun and the people were over reacting. He emphasized that if the matter was not settled quickly and peacefully, it could go out of hand, threatening peace between the two religious communities.

Everyone present realized their mistake and decided not to pursue it any further. The children were released and the tournament continued without any further incidents. Thanks to the intervention of Commander Yunus Ali, the Hindu-Muslim conflict was peacefully resolved.

Mongla for Peace

It was August 6, 2022. A group of boys was playing football in the field in front of Kanainagar Sarbajanin Kali Mandir (temple) in Kanainagar village of Chandpai Union in Mongla Upazila. The temple was a sacred place for the Hindu community and was highly revered by the local residents. Debashish Biswas, the president of the temple committee, asked the boys not to play in front of the temple that day. This led to an argument between Debashish and the boys and eventually the game stopped.

The next morning, Shantana Rani, a Hindu resident of the area, woke up early and went to the temple to offer her daily prayers. To her shock, she found the broken idols (the statue that Hindus worship) lying on the floor. She immediately informed the neighbors and the news of the destruction of the idol spread like wildfire. People became angry and the tension built up.

Kanainagar was a place where people of different religions lived peacefully for a long time. This incident saddened everyone who harbored no malice against people of other religions. One such person was BRAVE's mentor Noor Alam Sheikh, who was well-respected in the community. As soon as he got the news of the temple vandalism, he called the Upazila Nirbahi Officer (UNO) of Mongla and informed him of the incident.

Nur Alam then visited the temple along with the police and the Union Parishad Chairman Mullah Mohammad Tariqul Islam and spoke to the local residents as well as with the temple committee. He urged everyone to remain calm and proposed organizing a harmony gathering to highlight the importance of peaceful coexistence and social harmony among the people of the area.

The local administration and the police agreed to the proposal and the news of the proposed assembly was announced through miking in the area that day. The next day, on August 8, 2022, the harmony gathering was held at the Kanainagar intersection of the Union. The rally was organized by the All Party Harmony Initiative, Upazila Social Harmony Committee and the BRAVE project.

Mongla Upazila Nirbahi Officer Kamlesh Majumder, Assistant Superintendent of Police Md. Asif Iqbal, top leaders of various local political parties, religious leaders and people of all religions were present at the gathering. The speakers condemned the vandalism of the Kali temple and demanded exemplary punishment for the real culprits.

The local residents of the area realized the importance of respect for different opinions and religions. They vowed to be careful in the future to avoid any incident that would destroy the harmony in the village. The police soon arrested three people involved in vandalizing the temple.

The quick initiative of the BRAVE members led to a peaceful resolution of the Kanainagar temple vandalism incident. The harmony rally served as a useful reminder that religious coexistence and harmony are essential for a peaceful society.

The Hunger Project. BANGLADESH

Federal Foreign Office

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ
হেরাল্ডিক হাইটস
২/২, (লেভেল-৪), ব্লক-এ
মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭।

thpbd.org | thp.org facebook.com/THPBangladesh infobd@thp.org